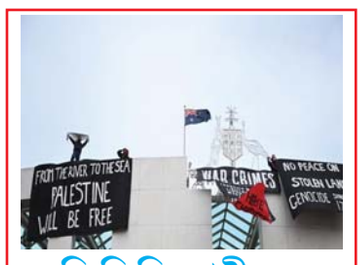

ফিলিস্তিনপন্থীদের বিক্ষোভ অস্ট্রেলিয়ার সংসদ ভবনের ছাদে

সারে-জমিন

বছর না ঘুরতেই ফেটে চৌচির রাস্তা, ক্ষোভ

রূপসী বাংলা

মমতা কেন কৌশল পরিবর্তন করছেন

সম্পাদকীয়

আমাদের লড়াই ঘৃণার বিরুদ্ধে: মাহমুদ মাদানি

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৫ জুলাই, ২০২৪
২১ আষাঢ় ১৪৩১
২৮ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

রোহিতদের নেওয়ার আগেই জনসমুদ্রে থমকে ছাদখোলা বাস

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 180 ■ Daily APONZONE ■ 5 July 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসর ভাতা বেড়ে ৫ লক্ষ টাকা

আপনজন ডেস্ক: সদ্য লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ভাল সাফল্য পাওয়ার পর এবার শিক্ষা দফতরের অধীনে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরাও ভাল অবসরকালীন ভাতা পাবেন। এর আগে রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষা দফতরের অধীনে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা অবসরের সময় কেউ পেতেন দু'লক্ষ টাকা, কেউ তিন লক্ষ টাকা পেতেন। এ বার থেকে তা বৃদ্ধি করে এককালীন ভাতা মিলবে পাঁচ লক্ষ টাকা । বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই খবর জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত কর্মচারীদের অবসরের সময়ে এককালীন ভাতার অঙ্ক বৃদ্ধি করেছিল সরকার। পাঁচ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নবান্ন। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলেন শিক্ষা দফতরের অধীনে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরাও। এই মর্মে বৃহস্পতিবারই রাজ্যের শিক্ষা দফতর সরকারি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আরও জানান, শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা প্যারা টিচার, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, চুক্তিভিত্তিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক

Government of West Bengal
School Education Department
Admin Branch
Bikash Bhavan, 6th floor, Salt Lake, Kolkata-700091

এবং এসএসকে ও এমএসকে-র কর্মীরাও এই সুবিধার আওতায় আসবেন। অবসরের বয়স কারও ৬০ বছর, কারও ৬৫ বছর। তাতে ভাতার অঙ্কের তফাৎ মিলবে না। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ এপ্রিল থেকেই নয়া সুবিধা কার্যকর হবে। ১ এপ্রিল থেকে যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁরাও এককালীন ভাতার বর্ধিত অঙ্ক পাবেন। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মী এর সুবিধা পাবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন। উল্লেখ্য, এতদিন আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ারেরা অবসরের সময়ে এই সুবিধা পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল নবান্ন। এ বার রাজ্যের শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরাও এর আওতায় চলে এলেন। এর ফলে রাজ্য জুড়ে শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা বেশ কয়েক হাজার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উপকৃত হবেন।

বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

গণপিটুনি বিরোধী বিলে সই না করায় ক্ষোভ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে গণপিটুনি থেকে শুরু করে শুরু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিদ্বজ্জনদের একাংশের সঙ্গে বৃহস্পতিবার মিলিত হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল ও শাসক দলের মধ্যে টানাপোড়েনের বিষয়টিও উত্থাপিত হয়। এদিন বিকেলে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুদের তৈরি করা সামাজিক সংগঠন 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'-এর তরফে বিদ্বজ্জনরা সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতায় গণপিটুনি থেকে শুরু করে বিধায়াকদের শপথ বাক্য পাঠ নিয়ে রাজ্যপালের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এই আলোচনা চক্রে শামিল ছিলেন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জগতের ব্যক্তিত্বরাও। কবীর সুমন, নচিকেতা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেন এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা যেমন গান গেয়ে শোনান, তেমনি কবিতা পাঠ করেছেন জয় গোস্বামী। সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় গণপিটুনির বিষয়ে। গত কয়েক দিন ঘরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর পর গণপিটুনির ঘটনা সংবাদ শিরোনামে আসে। খাস কলকাতায় একটি সরকারি হস্টেলে মোবাইল চোর সন্দেহে রাস্তা থেকে

তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করলে এরশাদ আলম নামে এক টিভি মেকানিকের মৃত্যু হয়। কখনও মোবাইল চোর, কখনও ছেলেধরা গুজব নিয়ে জনরোষের শিকার হওয়ার ঘটনা বাড়তে থাকে। এরপর বিধাননগর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা থেকেও গণপিটুনির খবর মেলে। আর তাতে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। সেই আবহের মধ্যেই বিদ্বজ্জনদের অনুরোধে আলোচনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজ্যে গোরক্ষকদের হাতে নিরীহ মুসলিমদের একের পর এক মৃত্যুর পর পশ্চিমবাংলায়ও যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তা রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকার ২০১৯ সালে রাজ্য বিধানসভায় গণপিটুনি বিরোধী আইন পাশ করে। তারপর পাছ বছর কেটে গেলেও তা চাপা পড়ে থাকে। যদিও ওই বিলে গণপিটুনির ঘটনায় কড়া শাস্তির কথা বলা হয়েছিল। সেই বিল রাজ্য সরকারের তরফে সেই সময়কালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হয় রাজভবনে। কিন্তু জগদীপ ধনকর তাতে সই না করায় রাজভবনের শীতল ঘরে তা আটকে থাকে। সে সসময় এই সই না করার পিছনে জগদীপ ধনকর অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্য সরকার বিধানসভায় যে বিল পাশ করেছে আর যে বিলটি তার কাছে সই করার জন্য পাঠিয়ে তাতে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তাই তিনি সই করেননি। এমনকী এ বিষয়ে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছিল স্পিকারের কাছে। রাজ্যপালের এই অভিযোগের উত্তরে সম্প্রতি বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তার তরফে বিল নিয়ে সমস্ত প্রকার বক্তব্য রাজভবনে জানানো হয়ে গিয়েছে। ধনকরের মেয়াদ ফুরনোর পর বাংলার ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল হয়ে কিছু দিনের জন্য এসেছিলেন লা গণেশন। এর পর রাজ্যপাল হয়ে আসেন সিভি আনন্দ বোস। তবে বিলটি এখনও রাজ্যপালের স্বাক্ষরের অভাবে রাজভবনেই আটকে আছে। গণপিটুনি রুখতে সেই বিল রাজভবনে এখনও আটকে থাকায় এদিন বিদ্বজ্জনদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী আফসোস করেন, সময় মতো গণপিটুনি বিল আইনে পরিণত হলে এ রাজ্যে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যেত গণপিটুনির ঘটনার ক্ষেত্রে। তিনি গণপিটুনির মতো ঘটনার যে ঘোর বিরোধী তা খোলসা করে বলেন। এ প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের কিছু ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে নিরীহ মানুষজন সেখানে গণপিটুনির শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। এ রাজ্যে তিনি এ ধরনের ঘটনা ঘটতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর। উত্তরপ্রদেশের মতো ঘটনা রাজ্যে যাতে না ঘটে তার জন্য পাঁচ বছর আগে রাজ্য বিধানসভায় গণপিটুনি বিল পাশ হলেও তা আইনে পরিণত না হওয়ায় তিনি ব্যথিত বলে জানান।

বিধানসভা ভোটে সব রাজ্যে জোটে শামিল হবে না কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বৃহস্পতিবার বলেছেন, হরিয়ানা ও দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও আপের মধ্যে জোটের খুব বেশি সম্ভাবনা নেই বলে মনে হচ্ছে। তবে ইন্ডিয়া জোট মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে একসঙ্গে নির্বাচনে লড়বে। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রমেশ বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইন্ডিয়া জোট কোনও কেন্দ্রীয় ফর্মুলা অনুসরণ করবে না। যে সব রাজ্যে কংগ্রেস নেতারা এবং অন্যান্য জোটসঙ্গীরা এই ধরনের সমঝোতায় রাজি হন, সেখানে জোট একসঙ্গে লড়াই করবে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) একসঙ্গে বিধানসভা ভোটে লড়বে কিনা জানতে চাওয়া হলে রমেশ বলেন, জোট ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্রে তা করবে। তিনি আরও জানান, পাঞ্জাবে কোনও ইন্ডিয়া জোট নেই। হরিয়ানায় আমরা লোকসভা ভোটে আম আদমি পার্টিকে (আপ) একটি আসন দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি মনে করি না যে বিধানসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট বহাল থাকবে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে আম আদমি পার্টি নিজেই জানিয়ে দিয়েছে, বিধানসভা ভোটে আর তারা ইন্ডিয়া জোটের অংশ থাকবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা হবে না। যদিও কংগ্রেস ও আপ দিল্লিতে লোকসভা ভোটে একসঙ্গে

লড়লেও পঞ্জাবে পৃথকভাবে লড়েছিল। রমেশ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গেও আমি বলেছিলাম যে ইন্ডিয়া জোট লোকসভা নির্বাচনের জন্য, কিন্তু যে রাজ্যগুলিতে পরিস্থিতি এমন যে আমাদের রাজ্যের নেতারা ও আমাদের জোটের শরিক নেতারা চান, সেখানে জোট থাকবে। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ও এনসিপির সঙ্গে জোট হবে। ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চের সঙ্গে আমাদের জোট রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য জোট করা হবে এমন কোনও ফর্মুলা নেই। এর ফলে এতদিন যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি দাবি করছিলেন, তৃণমূলের সঙ্গে জোট নয়, সেই দাবি মান্যতা পেল বলা যেতে পারে। হরিয়ানা ও দিল্লিতে জোট হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে রমেশ বলেন, দিল্লি ও হরিয়ানায় জোটের খুব বেশি সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। চলতি বছরের শেষের দিকে ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন এবং আগামী বছরের শুরুতে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

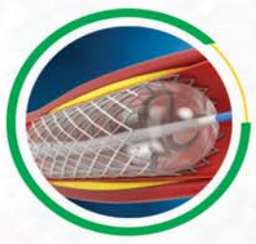

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে বিক্ষোভ বাম সংগঠনের

হাসান লস্কর ● নামখানা

আপনজন: বেহাল রাস্তা নামখানা হাসপাতাল মোড় থেকে হরিপুর খেয়া ঘাট পর্যন্ত আনুমানিক সাত কিলোমিটার। বর্ষা হতেই রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গাড্ডা। আর এই গর্তে ধানের চারা লাগিয়ে এবং মাছ ধরার জাল ফেলে বিক্ষোভ দেখাল সি পি আই এম কর্মী সমর্থকদের। তাদের অভিযোগ গত দু'বছর ধরে হাসপাতাল মোড় থেকে হরিপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে বারে বারে ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো রকম কাজ হয়নি। বর্ষাকালে চলাচল করাই দায় হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি স্কুল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে অবিলম্বে রাস্তাটি সারাই এর দাবি জানায় তারা। সিপিআইএম নেতা বিমল তেওয়ারি স্থানীয়,কার্তিক মান্না সিপিআইএম নেতা পবীর পালের কোথায় বারে বারে আমরা জানিয়েছি এখনো পর্যন্ত কোনো সুফল পাচ্ছে না এলাকার মানুষ জন। অবিলম্বে এই রাস্তা সারাইয়ের দাবিও জানাচ্ছেন তারা। অবশেষে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশ্বাস তাড়াতাড়ি এই রাস্তার মেরামতির কাজ করার কথা জানান অভিষেক দাস।

অমর্ত্য সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাজল সেখের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার সভাধিপতী কাজল শেখ ও নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি আজ সন্ধ্যে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তার প্রতিচী বাড়িতে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন। বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ অমর্ত্য সেনের দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং তিনি যেন সুস্থ থাকেন। কাজল শেখ আরো জানান বীরভূমে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা হয়। অমর্ত্য সেন দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস পর আবার শান্তিনিকেতনে প্রতিচী বাড়িতে এসেছেন। অমর্ত্য সেনের সঙ্গে দেখা করার পর সভাধিপতি কাজল শেখ সাংবাদিকদের সামনে মুখোমুখি হন।

রাস্তায় জমা জলে জাল ফেলে বিক্ষোভ এসডিপিআইয়ের

বিশেষ প্রতিবেদক ● সাগরদিঘী

আপনজন: বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির কাবিলপুরে। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সাগরদিঘীর কাবিলপুরে দফায় দফায় বিক্ষোভ, কোথাও ছোট নৌকা নামিয়ে বিক্ষোভ, আবার কোথাও মাছ ধরা জাল ফেলে, ছিপ হাতে নিয়ে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা,। বৃহস্পতিবার সকালে ফের পথ অবরোধ করে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ দেখালো সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। বেহাল রাস্তায় জমে থাকা জলে মহিলারা কাপড় খেচে, বাসন মেজে ছোট নৌকা চালিয়ে, এমনকি মাছ ধরা জাল ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে জাইসুদ্দিন শেখ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই কাবিলপুরের রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় বর্ষা নামতেই বৃষ্টির জলে রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, ঘটছে প্রতিদিনই দুর্ঘটনা, প্রশাসনের টনক নড়ছে না। জনপ্রতিনিধিরা বারবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু রাস্তার কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

দু-একদিনের মধ্যেই রাস্তার কাজ শুরু করে দেওয়া হোক, নইলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের নামবো। *ছবি: রহমতুল্লাহ*

শহীদ দিবস নিয়ে তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে একটি আবেগের দিন। আর ষোলো দিন পরেই ২১ জুলাই - এর সভা। তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এই সভা নিয়ে প্রস্তুতির নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন জেলায় জেলায়। ইতিমধ্যে বাস,ট্রেন,গাড়ির বুকিং শুরু করেছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। এই ২১ জুলাই- এর সভা উপলক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে একুশে জুলাই এর এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত বক্তারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। ভিড়ে ঠাসা ভবনে শহীদ দিবসের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, সাংসদ সৌগত রায়,সাংসদ পার্থ ভৌমিক, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য রথীন ঘোষ,সুজিত বসু,ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীণা মন্ডল,বিধায়ক রহিমা মন্ডল,বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়,বিধায়ক রফিকার রহমান,বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, অশনি মুখার্জী, দেবরাজ চক্রবর্তী, অভিজিৎ নন্দী সহ অন্যান্য বিধায়ক, শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ত্রিস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ।

কোচবিহারে ইমাম মুয়াজ্জিনদের উদ্যোগে সম্প্রীতি ও সংবর্ধনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিট্যাবল ট্রাস্ট কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল সম্প্রীতি ও সংবর্ধনা সভা। ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভিড়ে ঠাসা সভায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় কোচবিহার লোকসভার নব নির্বাচিত সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়াকে। এদিনের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস।

তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। একশ্রেণীর মানুষ বাংলায় হিন্দু মুসলিম করে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার হুমায়ুন কবীর ও মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেবদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, মদ, জুয়া, সুদমুক্ত সমাজ গড়া, সরকারের কল্যাণকর প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরার কথা বলেছেন উপস্থিত বক্তারা।

ইমাম ও পুরোহিতদের ভাতা বৃদ্ধির দাবিও তোলা হয় সভা থেকে। দরিদ্র ইমাম পুরোহিতদের জন্য ঘরের আবেদনও করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি নুরুল আমিন চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, সংগঠনের জেলা সভাপতি হাফেজ মুহসীন, সাম্পাদক আব্দুল জলিল।

বছর না ঘুরতেই ফেটে চৌচির রাস্তা, ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: বছর না ঘুরতেই পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি রাস্তায় ফাটল ধরার অভিযোগ উঠল জঙ্গলমহলের ঝালদায়। স্থানীয়রা জানান, ঝালদা এক নং ব্লকের ইচাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের খামার রাস্তা থেকে নতুনডি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ৮৫০ মিটার কাঁচা রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। ২৮,৪৫,০০০ টাকা বরাদ্দে চলতি বছরের শুরুর দিকে নির্মাণ কাজ শেষ হয় বলে জানা যায়।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ছ'মাস পার হতে না হতে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরতে শুরু করে। ভারী যানবাহন গেলে ফাটল ধরা অংশ থেকে কংক্রিটের টুকরো উঠে যাচ্ছে। তাঁদের আক্ষেপ, রাস্তাটি প্রশাসনের খাতায় পাকা রাস্তা হিসাবে নথিভুক্ত থাকবে। অথচ, নির্মাণের পরে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই রাস্তাটি যে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে, সে খবর হয়তো পৌঁছবে না।

এবিষয়ে পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল চট্টরাজ বলেন, রাস্তাটি তৈরির সময়ে স্থানীয়রা কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি জানায়। এলাকার উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। অশুভ আধিকারিকদের সঙ্গে ঠিকাদারের আঁতাত রয়েছে। বিষয়টি ভালো চোখে দেখছি না। শিগ্রই আমরা আন্দোলনে নামবো। কারণ ছ'মাস পার হতে না হতেই রাস্তা ফেটে গিয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। মাস দু'য়েকের মধ্যেই হয়তো রাস্তাটি আগের অবস্থায় পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। ঝালদা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, রাস্তার নির্মাণকাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুনেছি গ্রামের লোকজন এবিষয়ে ঝালদা এক নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। স্থানীয় বিজেপি নেতারাও কাজের মান দেখে তাঁরাও অসন্তুষ্ট। অন্যদিকে নির্মাণে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ঝালদা এক নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ঘটনায় প্রশাসনের ভাবমূর্তি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়ে ঝালদা বিডিও কে ফোন করা হলে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দুই দল ছাত্রের বচসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট কলেজ চত্বর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দুই দল ছাত্রের বচসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট কলেজ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট কলেজে চত্বরে। যদিও বিষয়টি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষকে বুঝিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে দেন কলেজের প্রিন্সিপাল। জানাগিয়েছে, কয়েকদিন আগে হিলি কলেজে পরীক্ষা দিয়ে আসার সময় দুই দল ছাত্রের মধ্যে বচসা হয়। সেই বচসা, সেই সময় মিটে গেলেও; এদিন সেই ঘটনার সূত্র ধরেই দুই দল ছাত্র একে অপরের ওপর বাস, লাঠি-সোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই দল ছাত্র একে অপরের দিকে অভিযোগের তীর ছুড়ে দেয়। এ বিষয়ে শুভ বর্মন নামে এক কলেজ পড়ুয়া জানায়, 'কয়েকদিন আগে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় কয়েকজন মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় আমাকেও হুমকি দেয়া হয়েছিল। আজকে বাঁশ দিয়ে আমাকে পেছন থেকে মারা হয়েছে। আমি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আমি কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নই। প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।'

গৌরব কুমার পাল নামে আরেক ছাত্র জানায়, 'আমরা গত ২ তারিখে হিলি কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় বাসে তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র মেয়েদের উত্যক্ত করছিল। সেই সময় প্রতিবাদ করলে আমাদের সাথে বচসায় জড়ায়। যদিও পরে সবকিছু মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই ঘটনায় আমাদেরকে মারধর করা হয়।' অন্যদিকে, শুভ্রদীপ পাল নামে আরেক ছাত্র জানায়, 'কয়েকদিন আগে একটি বচসার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় আমি যুক্ত না থাকলেও আজ আমাকে পেছন থেকে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে। আমরা প্রিন্সিপালের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছি।'

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বালুরঘাট কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ পঙ্কজ কুণ্ডু বলেন, 'কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে বচসা হয়েছে বলে শুনেছি। বিষয়টি জানতে পেরে কলেজের অশিক্ষক কর্মী, শিক্ষক সহ আমিও ছুটে যাই। যেটুকু জানতে পেরেছি সিক্স সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছিল অন্য কলেজে । সেই সময় বাসে বসা নিয়ে কোন একটা ঝামেলা হয়েছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ হয়তো আজকে ঘটেছে। আমি দুপক্ষ কে বুঝিয়ে পুরো বিষয়টি মিটমাট করে দিয়েছি।'

মেয়ের বিয়ের জন্য সুদে টাকা নিয়ে শোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী মা

উম্মার সেখ ● ভরতপুর

আপনজন: অভাবের সংসার মেয়ের বিয়ের জন্য সুদে ঋণের টাকা নিয়ে শোধ না করতে পেরে অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতি হলেন এক গৃহবধূ। জানা গিয়েছে মৃতার নাম সিতারা বিবি (৩৭)। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার করন্দি গ্রামে। শোকের ছায়া এলাকায়।

পুলিস মৃতার বাড়ি থেকেই দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার স্বামী আনারুল শেখ পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। সেই কারণে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। যদিও প্রায় দুইবছর আগে একমাত্র মেয়ের জন্য একজন ভাল পাত্র জোটে পরিবারের কাছে। ওই পাত্রের হাতে কন্যাদান করতে হাতছাড়া হতে চাননি পরিবার। কিন্তু পণের টাকা যোগাড় করা পরিবারের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। তাই ওই গৃহবধূ সাতপাঁচ না ভেবেই স্থানীয় সৈয়দকুলুট গ্রামের এক মহিলার কাছে চড়া সুদে দুই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।

মৃতার পরিবারের দাবি, ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছিলেন প্রায় ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এরপরেও পাওনাদার আরও আট লক্ষ টাকার দাবি করছিলেন। বিয়ের পরের মাস থেকেই ঋণ পরিশোধ করতে থাকে পরিবার। তাঁরা প্রতিমাসে ২০ হাজার করে সুদ সহ ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেন।

কিন্তু সুদের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে ওই পরিবারের পক্ষে তা অসহ্যনীয় হয়ে উঠেছিল। অভিযোগ, মঙ্গলবার ওই গৃহবধূর কাছে পাওনাদাররা ফের এসেছিলেন।

হুমকি দেওয়ার সাথে বধূকে মারধরও করা হয়। ওইদিনই গৃহবধূ পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এরপর এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ পরিবারের লোকজন বাড়িতেই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দেন।

আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার মহড়া মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসন তরফে, মানিকচক ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এক মক ড্রিল হয়ে গেল বৃহস্পতিবার দুপুরে । এদিন মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয় ভূতনীর কেশরপুর পুলিশ ক্যাম্প ও কেশরপুর গঙ্গানদীর ঘাটে।এদিন গঙ্গা ঘাটে প্রথমে গ্রামবাসীদের দেখানো হয় কি ভাবে জলে ডুবলে উদ্ধার করা হয়।

এছাড়াও পুলিশ ক্যাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সহ অন্যান্য আপৎকালীন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা মিলে মক ড্রিলে তুলে ধরেন। এছাড়াও সিভিল ডিফেন্স ও এনডিআরএফ-এর পক্ষ থেকে নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতিতে কি করণীয় রয়েছে সেই ব্যাপারে সর্বসাধারণকে সচেতন করেন। এদিনের এই মক ড্রিল চলাকালীন হাজির ছিলেন মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী।

১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসের পিছনে ধাক্কা বাসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ডোমজুড়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা আরও একটি বাসের। ঘটনায় আহত ৮-১০ জন বাসের যাত্রী। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, একটি বেসরকারি সংস্থার মহিলা কর্মীদের নিয়ে কোনা থেকে ধূলাগোড় যাচ্ছিল বাসটি। কমলপুর-বারাসাত রুটের বাসটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। তার পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বেসরকারি সংস্থার বাসটি। সকাল ৮-৩০ মিনিট নাগাদ সরস্বতী ব্রিজে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিট দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন:বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় যামিনী রায় কলেজের গেটের সামনে নিট রেজাল্টের দূর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ। এই অবস্থান বিক্ষোভ করা হয় যামিনী রায় কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে। এদিন বিক্ষোভের মাধ্যমে তাঁরা এই বিষয়ের প্রতিবাদ জানায়।

এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কনভেনার সেখ নয়িম হোসেন সহ রাঘব সিংহ, আমির খান, চিন্ময় ঘোষ এবং আকাশ মন্ডলসহ আরও অনেকে।

এই বিক্ষোভে সামিল হয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কনভেনার সেখ নয়িম হোসেন কি বললেন শুনে নেওয়া যাক।

অধ্যাপকের হাত থেকে লক্ষ টাকা সমেত ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া শান্তিপুরে প্রকাশ্যে দিবালোকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের হাত থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা সমেত ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা দিনে দুপুরে টাকা ছিনতাইয়ের শান্তিপুরে এবার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দিলে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্তে শান্তিপুর থানার পুলিশ।শান্তিপুর ডাকঘর মোড় সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রত্ব ব্যাংকের সামনের ঘটনা। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিযোগ বলেন,

বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা নাগাদ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে প্রথমে ওষুধ কেনেন, এরপর ফলের দোকান থেকে ফল কেনেন,তার হাতে রাখা ব্যাগের মধ্যে ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। হঠাৎই পেছন দিক দিয়ে ২ যুবক একটি কালো মোটরবাইক করে এসে তার হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। এরপরেই হতাশ হয়ে পড়ে অধ্যাপক।যদিও রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল,যার কারণে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালাতে সুবিধা হয়েছে দুষ্কৃতীদের।যদিও এই ঘটনা ঘটার পরে শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হন অধ্যাপক, এরপর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে তদন্তে শান্তিপুর থানার পুলিশ। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই শান্তিপুর থানা এলাকায় ঘটছে একের পর এক চুড়ি এবং ছিনতাই এর ঘটনা।পুলিশের ২৪ ঘন্টা কড়া নজরদারি থাকলেও কোনো না কোনোভাবে ঘটে যাচ্ছে এই ধরনের ঘটনা।এখন দেখার কবে এই চুড়ি ছিনতাইয়ের নিষ্পত্তি করতে পারে পুলিশ।

আড়িয়াদহে জয়ন্ত সিংকে গ্রেফতারের দাবিতে বাংলা পক্ষ-র বিক্ষোভ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি আড়িয়াদহে একজন বাঙালি পরিবারের সদস্য ও তার মাকে আক্রমণ করে বহিরাগত দুষ্কৃতী। অভিযোগের তীর যায় জয়ন্ত সিংয়ের দিকে । বুধবার বাংলা পক্ষ সংগঠনের তরফে জয়ন্তকে গ্রেপ্তারির দাবিতে বেলঘরিয়া থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে।বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন আক্রান্ত সায়নদ্বীপ পাঁজার পরিবারা।

বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বাংলা পক্ষর সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বাংলা পক্ষর উত্তর চব্বিশ পরগনা শহরাঞ্চল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পিন্টু রায়।

জয়ন্ত সিংকে আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জয়ন্ত সিং কে গ্রেপ্তার না করলে বাংলা পক্ষর বিরাট আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

কৌশিক মাইতি বলেন, বহিরাগতরা এসে শুধুমাত্র হকারি স্পট বা সরকারি জায়গা জবর দখল করছে না৷ বাংলায় এসে ক্রাইম করছে। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় এই সব বহিরাগত ক্রিমিনালরা বাংলায় প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।ফলে বিশেষ করে এই রাজ্যের বাঙালিরা চরমভাবে আক্রান্ত ও খুন হচ্ছেন।ছাড় পাচ্ছেন না মহিলারাও। সংগঠনের দাবি কামারহাটির বহিরাগত ক্রিমিনাল জয়ন্ত সিংকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

প্রথম নজর

নতুন সুইডিশ আইন: নাতি-নাতনিদের দেখাশোনায় বেতন পাবেন দাদা-দাদি

আপনজন ডেস্ক: নতুন আইন চালু করেছে সুইডিশ পার্লামেন্ট। এখন থেকে নাতি-নাতনিদের দেখাশোনার জন্য বেতন পাবেন দাদা-দাদী। এমনকি সবেতনে চাকরি থেকে ছুটিও নিতে পারবেন তারা। বিষয়টি জানিয়ে খবর প্রচার করেছে এবিসি নিউজ। প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন আইন অনুযায়ী, দাদা-দাদিরা তাদের নাতি-নাতনিদের জন্মের এক বছরের মধ্যে তাদের যত্নের জন্য তিন মাসের ছুটি নিতে পারবেন। যেখানে তাদের মাসিক বেতন চলতে থাকবে। গত ডিসেম্বরে মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বকালীন ভাতা স্থানান্তরের বিষয়ে সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করার পর এই আইনটি পাস হয়। সুইডেনে মাতৃত্বের পাশাপাশি পিতারা সবেতনে ছুটি পান নির্দিষ্ট সময়। আইন অনুযায়ী, পিতামাতা তাদের নির্ধারিত ছুটির একটা অংশ সন্তানের দাদা-দাদিকে হস্তান্তর করতে পারবেন। সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স এজেন্সির মতে, এক দম্পতি সর্বোচ্চ ৪৫ দিন ছুটি হস্তান্তর করতে পারবেন। তবে যদি দম্পতির একজন হন, তবে সর্বোচ্চ ৯০ দিন হস্তান্তর করার সুযোগ পাবেন তিনি। এক কোটি জনসংখ্যার এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সমাজ তৈরি করছে, যেখানে নাগরিকদের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত যত্ন নেওয়া হয়। সুইডেন এমন একটি দেশ, যেখানে সন্তান জন্ম হওয়ার পর অন্তত ৪৮০ দিন বা ১৬ মাস মায়েরা সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়ে থাকেন। তবে এর মধ্যে ৩৯০ দিনের জন্য তিনি শতভাগ বেতন পেয়ে থাকেন। আর বাকি ৯০ দিনের জন্য তার নির্ধারিত বেতনের একটি অংশ পেয়ে থাকেন। এছাড়াও দেশটিতে সন্তান লালন-পালনের জন্য আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। যার একটি হচ্ছে, সন্তানের ৪ বছর না হওয়া পর্যন্ত তারা কম সময় কাজ করবেন। তবে এই সুবিধাটাও সরকারি চাকরিজীবীরা পান সন্তানের ১২ বছর পর্যন্ত।

কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে রাসায়নিক লিক, অসুস্থ ৩৯

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি প্রকৌশল শাখায় রাসায়নিক লিক হওয়ার ঘটনায় অন্তত ৩৯ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এই বিমানবন্দরে রাসায়নিক লিকেজের ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির জরুরি সার্ভিসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে স্থানীয় উদ্ধারকারী কর্মকর্তা মুহাম্মদ নুর খাইরি সামসুমিন বলেন, মোট অসুস্থদের মধ্যে ২৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৪ জন অসুস্থ ব্যক্তি বিমান বিপর্যয় ইউনিটে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং একজনকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি জানান, এই ৩৯ জন রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার পর তাদের মাথা ঘোরানো শুরু হয়। তারা ওই সেকশনে কাজ করলেও তারা মূলত তিনটি ভিন্ন কম্পানির কর্মী। এদিকে ঘটনাটি দেশটির প্রধান বিমানবন্দরে বিমান চলাচল ব্যাহত করেনি। জরুরি সেবা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তবে কি কারণে রাসায়নিক লিক হয়েছে তা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। সেলাঙ্গর রাজ্যের দমকল বিভাগ জানিয়েছে, তারা স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ২৩ মিনিটে রাসায়নিক লিক হওয়ার বিষয়ে একটি জরুরি ফোন পান। তখনই বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ে কাজ করা একটি দলসহ তাদের কর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে লিক হওয়ার রাসায়নিকটিকে মিথাইল মারকাপটান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা একটি বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস। এটি কখনো কখনো জেট ফুয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার সংসদ ভবনের ছাদে ফিলিস্তিনপন্থীদের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে অবস্থিত সংসদ ভবনের ছাদে উঠে ফিলিস্তিনের পক্ষ নিয়ে বিক্ষোভ করছে বিক্ষোভকারীরা। এ সময় ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীরা ছাদে ব্যানার টাঙিয়েছে।
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতিদানে অস্ট্রেলিয়ার একজন মুসলিম সিনেটর সম্মতি প্রদান করায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ তাকে বহিষ্কার করেছে। এর প্রেক্ষিতে বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নিয়ে বৃহস্পতিবার পার্লামেন্ট ভবনের ছাদে বিক্ষোভ করে।
রেনেগার্ড দলের চারজন বিক্ষোভকারী কালো পোশাক পরিধান করে পার্লামেন্ট ভবনের ছাদে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল। এ সময় তারা সাদা কালো রঙের বড় একটি ব্যানার ছাদে ঝুলিয়ে রাখে। এতে লেখা ছিল 'চুরি করা জমিতে কোনো শান্তি নেই।'
অস্ট্রেলিয়া পার্লামেন্ট ভবনে ব্যানার টানানোর সময় এক বিক্ষোভকারী মেগাফোন হাতে বলেন, আমরা অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে ঘোষণা করছি যে আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী এবং পুঁজিবাদী স্বার্থের মুখোশ উন্মোচন করবো। আমরা প্রতিরোধ চালিয়েই যাব।
সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খরবে জানা গেছে, তাদের টানানো একটি ব্যানারে লেখা ছিল : 'ফ্রম রিভার টু সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি' (নদী থেকে সাগর, ফিলিস্তিনি হবে স্বাধীন)। এ স্লোগানটি দিয়ে জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বোঝানো হয়।
আরেকটি ব্যানারে লেখা ছিল, 'ছিনিয়ে নেয়া ভূমিতে কোনো শান্তি নয়, গণহত্যা চলছে ১৭৮৮ থেকে।' উল্লেখ্য ওই বছরে অস্ট্রেলিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করা হয়। এর মাধ্যমে আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংহতির বিষয়টি প্রকাশ করা হয়।
জানা গেছে,পুলিশ ব্যানারেগুলো নিয়ে যাওয়ার আগেই বিক্ষোভকারীরা সেগুলো সরিয়ে ফেলে।
বিক্ষোভ আয়োজকরা জানায়, অন্তত ১০০ লোক একটি কারখানার বাইরে বিক্ষোভ করে। তারা বলছে, এই কারখানাটি হলো মেলবোর্নে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সরবরাহ শৃঙ্খলের অংশবিশেষ। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র নির্মাণে ভূমিকা রাখার বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা এই অবস্থান গ্রহণ করে।

ফিলিস্তিনকে সমর্থন জানিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ান সিনেটর ফাতিমার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন সিনেটর ফাতিমা পেম্যান। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গ্রিন পার্টির প্রস্তাবকে সমর্থন করায় তাকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর তিনি দল থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি কোনও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু নই যে নিরাপরাধ মানুষের উপর নৃশংসতা দেখে চুপ থাকব। আমি এ দেশের নাগরিক। তাই আমি আমার মত প্রকাশে স্বাধীন।
ফাতিমা বলেন, লেবার পার্টির এমন একটি বিষয় নিয়ে দ্বিমত পোষণ করছি, যে বিষয়ে আমি কোনোভাবেই আপস করতে পারি না।
ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার জন্য তিনি দলের সদস্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন বলেও অভিযোগ করেন।
এদিকে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলের নীতিগত অবস্থানকে যারা দুর্বল করে দেয়, তাদের 'কঠোর শাস্তি' পেতে হয়। দলীয় নীতি ভঙ্গ করার জন্যই ফাতেমা পেম্যানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে।
ফাতেমার পদত্যাগের পর ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এক বিবৃতিতে তাকে তার নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানান। তবে পেম্যানকে পদত্যাগ করার জন্য ভয়-ভীতি দেখানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।
এদিকে ফিলিস্তিন বিষয়ক ভোটের আগে তিনি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার জন্য একটি মতামত নিবন্ধ লেখেন। সেখানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে নৈতিক বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
পেম্যান যখন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে মত দিয়ে পদমর্যাদা হারিয়েছেন, তখন তিনি একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছেন, যারা ফিলিস্তিনকে অগ্রাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
পেম্যান বলেন, আমি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করেছি। তবে তারা আমাকে হাল না ছাড়তে বলেছে। আমি লেবার পার্টির মূল মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করছি যা সমতা, ন্যায়বিচার, নায্যতা এবং কণ্ঠহীন ও নিপীড়িতদের সমর্থনে কাজ করে থাকে।
অবশ্য তিনি অস্ট্রেলিয়ান সিনেটে স্বতন্ত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে পেম্যান অস্ট্রেলিয়ার প্রথম হিজাব-পরা সিনেটর হিসেবে পার্লামেন্টে বসেন। ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির পক্ষে সমর্থন যোগাতে লেবার পার্টির একমাত্র সদস্য পেম্যান। পদত্যাগের পর স্বাধীন সিনেটর হিসেবে 'ক্রসবেঞ্চে' যোগ দেবেন ফাতেমা। ক্রসবেঞ্চে স্বতন্ত্র সিনেটর এবং ছোট দলগুলোর সদস্যরা বসে থাকেন। ক্রসবেঞ্চ সিনেটর এবং সদস্যরা সংসদের নির্বাচিত সদস্য ও তাদের রাজ্য বা অঞ্চল কিংবা ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করে।

নাইজারে সামরিক অভিযানে শতাধিক সন্ত্রাসী নিহত

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে আকাশ ও স্থলপথে সামরিক বাহিনীর সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ১০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) এক বিবৃতিতে দেশটির সেনাবাহিনী বলেছে, গত ২৫ জুন সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর একটি জোট পশ্চিম নাইজারের তেরা অঞ্চলে ২০ সৈন্য ও এক বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। এই হামলার প্রতিশোধে সেখানে সামরিক অভিযান চালিয়ে শতাধিক সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সন্ত্রাসবিরোধী এই অভিযান এখনও চলছে বলে জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী।
এর আগের এক বিবৃতিতে নাইজারের সেনাবাহিনী বলেছে, তেরায় সৈন্যদের ওপর হামলার পরের দিন ওই অঞ্চলে অন্তত ৩০ সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছিল। বিমান হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীদের লড়াইয়ের রসদ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও বুরকিনা ফাঁসো লাগোয়া সীমান্তবর্তী টিলাবেরি অঞ্চলে তেরার অবস্থান; যেখানে জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো প্রায় এক দশক ধরে রক্তাক্ত বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে।
ওই এলাকায় প্রায়ই বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এসব বিদ্রোহীগোষ্ঠী। যে কারণে সেখানকার অনেকেই তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।
নাইজার থেকে মালবাহী ট্রাকও তেরা অঞ্চল দিয়ে যায়। প্রত্যেক মাসে লোমের টোগোলিজ বন্দর থেকে উত্তর বুরকিনা ফাঁসো হয়ে দেশটির অন্যান্য শহরে পৌঁছায় এসব ট্রাক।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি না: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনই লড়বেন বলে জানিয়েছেন।
বাইডেন বলেন, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। ডেমোক্র্যাট দলের মনোনীত প্রার্থী আমি। আমাকে কেউ বাইরে ঠেলে দিচ্ছে না। আমিও সরে দাঁড়াচ্ছি না।
স্থানীয় সময় বুধবার (৩ জুলাই) ডেমোক্রেটিক দলের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে থাকা কিছু কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে এক ফোনকলে এসব কথা বলেন বাইডেন।
গত সপ্তাহে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নির্বাচনী বিতর্কে ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যেতে বাইডেনের ওপর চাপ বাড়ছে। এমনকি নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরেও চাপের মুখে পড়েছেন তিনি। এমনকি তার জায়গায় পছন্দের প্রার্থী হয়ে উঠছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এমন পরিস্থিতিতেই বাইডেনের এই ফোনকল।
জানা গেছে, ফোনকলে বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নির্বাচনী দৌড় থেকে কেউ তাকে বাইরে ঠেলে দিচ্ছে না। তিনি দলের মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী।
এদিকে দলের অভ্যন্তরীণ এমন চাপের মুখে বাইডেন পদত্যাগ করতে পারেন– এমন একটি আলোচনা চাউর হয়েছিল। তবে বুধবার এক প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জন-পিয়ের। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাইডেন পদত্যাগের বিষয়টি বিবেচনা করবেন কি না? জবাবে কারিন বলেন, 'অবশ্যই, না'।
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদমাধ্যম সিএনএনের আটলান্টা স্টুডিওতে ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে বার বার কথার খেই হারিয়ে ফেলেন বাইডেন। নির্বাচনের আগে তার এমন পারফরমেন্স দেখে দলের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে যে, তিনি হয়ত ট্রাম্পের সঙ্গে এর পরের বিতর্কে আবারো খারাপ করতে পারেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডেমোক্র্যাটিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের অনেকেও বাইডেনকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ১০০ 'কাতিউশা' রকেট ছুড়ল হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর এক শীর্ষ কমান্ডার নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ১০০ টি কাতিউশা রকেট ছুড়েছে সংগঠনটি। বুধবার কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, জ্যেষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যা করায় ইসরায়েলের দখলকৃত গোলান হাইটসের দুটি স্থানে এসব রকেট ছোড়া হয়েছে। তারা বলেছে, হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা (ইসরায়েলি) গোলান ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের নাফাহ ব্যারাক এবং আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষার হেডকোয়ার্টারের কেইলা ব্যারাকে হামলা চালিয়েছে। তারা আরো বলেছে, ইসরায়েলি শত্রুরা লেবাবনের উপকূলীয় শহর তায়ারে যে হামলা ও হত্যা চালিছে সেটির জবাবের অংশ এই হামলা।
দখলদার ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর অন্যতম জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিমার নাসের নিহত হন। তিনি 'হজ আবু নিমা' নামেও পরিচিত। ইসরায়েলি হামলায় তার দেহরক্ষীও প্রাণ হারান। প্রসঙ্গত, গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এতে যোগ দেয় লেবানের শক্তিশালী গোষ্ঠী হিজবুল্লাহও। যুদ্ধের শুরুতে হিজবুল্লাহর হামলার তীব্রতা কম থাকলেও গত কয়েক মাসে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে। হামলা বাড়িয়ে দেয়ায় হিজবুল্লাহর সঙ্গে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের হুমকি দিয়ে আসছে ইসরায়েল।

যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। দেশটির স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ শেষ হবে রাত ১০টায়। প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে হলে ভোটারদের ফটো আইডি সঙ্গে নিতে হচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

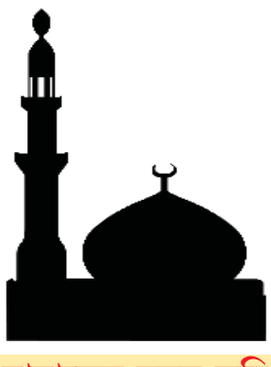

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৫	৪.৫৭
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

এবার তাইওয়ানের নৌকা আটক করলো চীন

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ নাবিকসহ তাইওয়ানের একটি নৌকা আটক করেছে চীন। চীন বলেছে, তাদের জলসীমায় অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগে গত মঙ্গলবার এদের আটক করা হয়। এদিকে তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাঁচ নাবিককে মুক্ত করে দিতে চীনের প্রতি আহবান জানিয়েছে। তারা জানায়, নাবিকদের মধ্যে দু'জন তাইওয়ানের এবং তিনজন ইন্দোনেশিয়ার। চীনা উপকূলের কাছাকাছি তাদের নৌকাটি অবস্থান করছিল।

গাজায় প্রতি ১০ জনের ৯ জনই বাস্তুচ্যুত

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি ১০ জনের নয়জনই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা অফিস ফর দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স (ওসিএইচএ)। বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) সংবাদমাধ্যম এএফপির বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।
ওসিএইচএ প্রধান আন্দ্রেয়া ডি ডোমেনিকো বলেন, গাজায় প্রায় ১৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
জেরুজালেমে আন্দ্রেয়া বলেন, আমাদের ধারণা গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয়জন অন্তত একবার হলেও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তিনি বলেন, এর আগে আমরা ১৭ লাখ অনুমান করেছিলাম। এরপর আমারা রাফাতে অনুসন্ধান করেছি। রাফায় বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা বেশি হয়েছে। তারপর আমরা গাজার উত্তরাঞ্চলেও অনুসন্ধান করেছি। এই ধরনের সামরিক অভিযান মানুষকে বারবার তাদের জীবন নতুন করে শুরু করতে বাধ্য করছে।
ওসিএইচএ প্রধান আরো বলেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অভিযানে গাজা উপত্যকা দুইভাগে ভাগ হয়েছে। ওসিএইচএর হিসাব মতে উত্তর গাজায় তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ মানুষ বসবাস করছেন, যারা দক্ষিণে যেতে পারছেন না।

লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ কমান্ডার নিহত

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কমান্ডার মোহাম্মদ নিমাহ নাসের নিহত হয়েছেন। হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে চালানো ইসরায়েলি হামলায় তিনি প্রাণ হারান। এ হামলার পাল্টা জবাবে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ করে রকেট হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের হামলায় নিহত ওই কমান্ডারের নাম মোহাম্মদ নামেহ নাসের। হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, জেষ্ঠ্য কমান্ডারকে হত্যার প্রতিবাদে তারা ইসরায়েলের সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে শতাধিক রকেট নিক্ষেপ করেছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হিজবুল্লাহর ছোড়া অধিকাংশ রকেটই খোলা জায়গায় পড়েছে। এতে কিছু জায়গায় আগুন ধরে গেলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, হিজবুল্লাহর আজিজ ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন নাসের। ইউনিটটি দক্ষিণ-পশ্চিম লেবানন থেকে রকেট হামলা চালাতো। তালেব সামি আবদুল্লাহকে হত্যার পর নাসের ছিলেন ইসরায়েলি হামলার শিকার হিজবুল্লাহর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ নেতা। গত মাসে সামি আবদুল্লাহ নিহত হন। এর জবাবে এক দিনেই উত্তর ইসরায়েলে ২০০টির বেশি রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে হিজবুল্লাহ। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া
সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ
প্যাকেজ
১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুটিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮০ সংখ্যা, ২১ আষাঢ় ১৪৩১, ২৮ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

নিরন্তর লড়াই

মানব ইতিহাসের সবচাইতে নির্বাচনী বত্সর হইল ২০২৪ সাল। কারণ এই বৎসর ৬০টির বেশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। যেমন ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি। এই সকল নির্বাচন লইয়া দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ববাদী শাসকরা ধাক্কা খাইতেছেন। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলির জন্য এই সকল নির্বাচন চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা দিয়াছে। ভোটাররা যেইখানে সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়ার ও বিকল্প প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ লাভ করিতেছেন, সেইখানে তাহারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন না। ইহাতে কেহ কেহ পুনরায় ক্ষমতায় আসিলেও আগের তুলনায় পাইয়াছেন কম ভোট। কেহ-বা আবার হারাইয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে তাহাদের জোটনির্ভরতা বাড়িয়াছে। বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, ২০২৪ সাল হইবে গণতন্ত্রের জন্য অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ। ইহাতে বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসিতে ব্যর্থ হইতে পারে। শত হতাশার মধ্যে ইহা একটি আনন্দদায়ক সংবাদই বটে। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণে লইয়াও কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সাফল্য লাভ করিতেছেন না। জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতেছে ব্যালটে। গণতন্ত্রকামী মানুষ ও বিশ্বের জন্য ইহার চাইতে সুখবর আর কী হইতে পারে? সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচনে গত ৩০ বত্সরের মধ্যে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত শাসক দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আধিপত্য খর্ব হইয়াছে। তাহারা নির্বাচনে হারাইয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মেক্সিকোতে ক্ষমতাসীন আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজকে পরাজিত করিয়া ভূমিধস বিজয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন জলবায়ুবিজ্ঞানী ক্লডিয়া শেনবাউম। তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। ভারত ও তুরস্কে যাহাদের অপরাজেয় নেতা হিসেবে মনে করা হইত, নির্বাচনী ফলাফলে তাহারাও পিছাইয়া পড়িয়াছেন। ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এখন ধর্মনিরপেক্ষ দলের সহিত জোট করিয়া সরকার গঠন করিতে হইতেছে। তুরস্কের বিরোধীরা গত এপ্রিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় থাকা জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। স্থানীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ইস্তাম্বুল ও রাজধানী আঙ্কারার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ লইয়াছেন। তবে রাশিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসক ভ্লাদিমির পুতিন গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৮ শতাংশ ভোট পাইয়া আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেও ভোটের এই হিসাব আসলে রাশিয়ার জনসাধারণের অনুভূতির সঙ্গে যে মিলে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ভোটারদের কেন এই ক্ষোভ? বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, বিগত বত্সরগুলিতে জনপ্রিয় ও ক্ষমতাধর অনেক শাসক সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উত্তরোত্তর বিকাশ ও উন্নয়নের বদলে তাহা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন লইয়া সন্দেহের বীজ বপন করিয়াছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার চলে। এই সকল অপব্যবহার করিয়াও অনেকের রক্ষা হয় নাই। এই ব্যাপারে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বেন আনসেল বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশের শাসক দলগুলি যাহা চায় নাই, এমন ফলাফল আসিয়াছে নির্বাচনে। জটিল অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে অস্থিতিশীল হইয়া পড়ায় কর্তৃত্ববাদীদের মতো আচরণ করিয়াও তাহারা রক্ষা পান নাই। অব্যাহত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব ও অসম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—ভোটারদের বিক্ষুব্ধ হইবার এই সকলই মূল কারণ। যে কারণে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে ধর্মীয় জুজুর ভয়ের চাইতে ভোটাররা অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অযোধ্যায় ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি কি তাহারই ইঙ্গিতবহ নহে? প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। এই জন্য আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, 'ইফ উই ওয়ান্ট ডেমোক্রেসি টু ফ্লারিশ, উই উইল হ্যাভ টু ফাইট ফর ইট। উই উইল হ্যাভ টু নার্চার ইট। অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু ডেমোনস্ট্রেইট ইটস ভ্যালু।' অর্থাত্ গণতন্ত্রকে বিকশিত ও শক্তিশালী করিতে হইলে আমাদের এই জন্য নিরন্তর লড়াই করিয়া যাইতে হইবে। ইহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে এবং ইহার মূল্যবোধ প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা যদি এই হিতোপদেশ মানিয়া চলি এবং অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে কোনো দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

মমতা কেন কৌশল পরিবর্তন করছেন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এমন দুটি কথা বলেছেন, যা তিনি ১৩ বছরের শাসনকালে বলেননি। গত ২৪ জুন তিনি বলেছেন, বেআইনি দখলদারে রাজ্য ও রাজধানী কলকাতা ভরে গিয়েছে। দলের নেতারা উৎকোচ নিয়ে বাইরে থেকে দখলদারদের বসাচ্ছেন। কিছু নেতার নামও করেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় যে কথা বলেছেন, তা আরও বিতর্কিত। লিখেছেন শুভজিৎ বাগচী...

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এমন দুটি কথা বলেছেন, যা তিনি ১৩ বছরের শাসনকালে বলেননি। গত ২৪ জুন তিনি বলেছেন, বেআইনি দখলদারে রাজ্য ও রাজধানী কলকাতা ভরে গিয়েছে। দলের নেতারা উৎকোচ নিয়ে বাইরে থেকে দখলদারদের বসাচ্ছেন। কিছু নেতার নামও করেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় যে কথা বলেছেন, তা আরও বিতর্কিত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পাঁচ রাজ্য থেকে আসা বহিরাগতরা বাংলার সংস্কৃতি ও সত্তা পাল্টে দিচ্ছে। এই অবাঙালি ও বহিরাগতদের সাবধান করে দিয়ে মমতা বলেন, পাঁচ রাজ্যের বোঝা তিনি টানতে পারবেন না। বাংলাভাষী রাজ্যের ভাষা-সংস্কৃতিগত চরিত্র পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার বিপদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকারি জমিতে বসা কয়েক লাখ হকারসহ অবৈধ দখলদারদের সরাতে পথে নেমেছে প্রশাসন-পুলিশ। প্রশ্ন হচ্ছে, আপাতত নির্বাচন না থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কেন এ মন্তব্য করলেন, বিশেষত যখন মমতাকে গরিবদরদি নেত্রী বলে মনে করা হয়?

প্রথম কারণ

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সাম্প্রতিক নির্বাচনে পেয়েছে ২৯টি। এ ফল ২০১৯ সালের তুলনায় ভালো। কিন্তু শহর বা মফস্সল এলাকায় ফল হতাশাজনক। পশ্চিমবঙ্গের ১২৫টি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ৬০ শতাংশ ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। স্পষ্টতই শহরাঞ্চল তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু গ্রাম ঢেলে ভোট দিয়েছে একাধিক গ্রামমুখী সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পের কারণে।

মধ্যম ও উচ্চমধ্যম আয়ের মানুষ এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়ে না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলের মানুষের অন্যতম প্রধান বক্তব্য হলো, তাদের টাকায় গ্রামকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাদের দাবিতে—যেমন শিক্ষিত বেকারদের কাজের সুযোগ, দুর্নীতি দমন বা শিল্পায়ন—তৃণমূলের আগ্রহ নেই।

একনজরে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য খারাপ নয়। কারণ, ২০১১ সালের আদমশুমারি মোতাবেক, বাংলার ৬৮ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। তবু এক-তৃতীয়াংশ ভোটারকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষত যখন ২০১৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ভোট কমছে। আগামী দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যে ১২৫টি পৌরসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের তাৎপর্য বিবেচনা করে মমতা দুর্নীতি ও ফুটপাত দখলের ইস্যু সামনে এনে শহরকে খুশি করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, টাকা নিয়ে বাইরের লোক বসানোর প্রবণতা নেতাদের বন্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ বা অভিযোগ আরও উদ্বেগের। বহিরাগত ও অবাঙালিদের বিরুদ্ধে মমতার অভিযোগ, তারা বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি-সত্তা পরিবর্তনের 'ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত। হিন্দি ও ইংরেজিকে সম্মান করেন বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাংলার 'বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে সহ্য করব না।' অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী কার্যত সাবধান করে দিয়েছেন অবাঙালিদের।

এর কারণ হিন্দুত্ব ও বিজেপিকে রোখার তৃণমূলের মরিয়া চেষ্টা। ২০১৯ সাল থেকে দুটি লোকসভা ও একটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে মানুষকে এটা বোঝাতে পেরেছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট নয়, বিজেপি। একদিকে কংগ্রেস-বামফ্রন্টের ভোট যখন উত্তরোত্তর কমছে, তখন বিজেপি নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে তৃণমূলের ঘাড়ে। হিন্দুত্ববাদের হাওয়ায় ভর করে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী রাজনীতির যে হাওয়া তৈরি বিজেপি তৈরি করেছে, সেই হাওয়া ধুয়েমুছে সাফ হচ্ছে কংগ্রেস-বামফ্রন্ট। এ অবস্থা বেশি দিন চললে রাজ্যে বিজেপির জয় অবশ্যম্ভাবী, যেমনটা সম্প্রতি হয়েছে ওড়িশায়।

> দ্বিতীয় কারণ বা অভিযোগ আরও উদ্বেগের। বহিরাগত ও অবাঙালিদের বিরুদ্ধে মমতার অভিযোগ, তারা বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি-সত্তা পরিবর্তনের 'ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত। হিন্দি ও ইংরেজিকে সম্মান করেন বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাংলার 'বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে সহ্য করব না।' অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী কার্যত সাবধান করে দিয়েছেন অবাঙালিদের। এর কারণ হিন্দুত্ব ও বিজেপিকে রোখার তৃণমূলের মরিয়া চেষ্টা। ২০১৯ সাল থেকে দুটি লোকসভা ও একটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে মানুষকে এটা বোঝাতে পেরেছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট নয়, বিজেপি।

দীর্ঘ ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মমতা বুঝেছেন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার হাওয়া তিনি রুখতে পারবেন না। যেটা তিনি রুখতে পারবেন, সেটা হলো হিন্দুত্ববাদী আদর্শের হাওয়া।

নতুন কৌশল

হিন্দুত্ববাদকে রুখতে গেলে মমতার প্রয়োজন হিন্দুত্ববাদী আদর্শের পাল্টা ন্যারেটিভ (বয়ান), যেটা তৃণমূলের নেই। পশ্চিমবঙ্গে একটাই ন্যারেটিভ সামনে আসতে পারে—বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ভাষার প্রসার সত্ত্বেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের এখনো একটা গভীর আবেদন আছে। এ আবেদন ঐতিহাসিক। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি স্বাধীনতার সময় নিজেদের পৃথক অবিভক্ত রাষ্ট্র চেয়েছিল। তারা মনে করেছিল, বাঙালির আলাদা রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে। এ দাবি তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনি বাঙালির একজন নায়ক। আর মহানায়ক শরৎচন্দ্র যাঁর অনুগামী ছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাই। দুই ভাই কংগ্রেস দলে নেহরু-গান্ধীর প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মনে রেখেছে রাসবিহারী বসুকেও।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের স্বার্থে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রবল বিরোধিতা করেছেন, যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে তিনিও নায়ক। এ কাজই পরবর্তী সময়ে করেছেন জ্যোতি বসু; তবে মূলত ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধীর বিরোধিতা করে। তাঁকেও মানুষ মনে রেখেছে, কিন্তু ভুলে গেছে রাজ্যের সেসব নেতা-নেত্রীকে, যাঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বঙ্গবন্ধুকেও মনে রেখেছে পাকিস্তানের যে পাঞ্জাব-নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রের বিরোধিতার কারণে। আজকের হিরো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেছনে মানুষ থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। মমতা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করতে গেলে কেন্দ্রের বিরোধিতা জরুরি। বস্তুত, এ একই কথা ভারতের অন্য অনেক রাজ্য, যেমন পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক থেকে কাশ্মীর সম্পর্কে প্রযোজ্য। এটাকেই ভারতে বলা হয় সাবন্যাশনালিজম বা উপজাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ সবার ওপরে হিন্দি ভাষা-সংস্কৃতি চাপাতে গেলে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি দিয়ে পাল্টা লড়াই করা।

এ ক্ষেত্রেও সেই উপজাতীয়তাবাদের সাহায্য নিলেন মমতা, কারণ পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত কলকাতার অর্থনীতি এখন প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে মাড়োয়ারি সমাজ। অন্যদিকে কায়িক শ্রম দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে বিহার-উত্তর প্রদেশ থেকে আসা মানুষ। কার্যত কলকাতা বাঙালির নেই। মমতার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, এটা নিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে প্রায় সব বাঙালিই দুঃখ করে। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দিভাষী মানুষ অর্থনীতি ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করলেও খুব বড়ভাবে রাজনীতিতে অতীতে কখনো আসেনি। কিন্তু তিন-চার বা তার বেশি প্রজন্ম ধরে ব্যবসা করে যে অর্থ মাড়োয়ারি সমাজের নতুন প্রজন্মের হাতে জমেছে, তা ব্যবহার করে এবং বিজেপির সার্বিক উত্থানকে কাজে লাগিয়ে তারা রাজনীতিতে আসছে। এটা তারা করতে পারছে; কারণ, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দিভাষী ভোটারের সংখ্যা বাড়ছে। একটা সময়ের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগত জনবিন্যাস পাল্টে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'এমন একটা সময় আসবে, যখন বাংলায় কথা বলার লোক থাকবে না।'

তবে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদভিত্তিক এই রাজনীতির উল্টো দিকও আছে। হাজার হাজার অবাঙালি দখলকার উচ্ছেদ করতে গিয়ে প্রশাসনকে সমপরিমাণ বা বেশি বাঙালি হকারকেও উচ্ছেদ করতে হচ্ছে। এ কারণেই সংবাদ সম্মেলনে অবাঙালিদের সাবধান করে দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী দখলদারদের উঠে যাওয়ার জন্য এক মাস সময় দিয়েছেন। এই সময়ে তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে। অর্থাৎ দুই পা এগিয়ে, আবার এক পা পিছিয়ে নির্দেশে সমতা আনার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে দুই বছরের মধ্যে আবার একাধিক নির্বাচন রয়েছে। এ পদক্ষেপ বাঙালি হিন্দু ভোটের বড় অংশকে তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনবে, নাকি বিজেপির উত্থান অব্যাহত থাকবে, রাজ্যবাসীর নজর থাকবে সেদিকে।

সৌ: প্র: আ:

ফ্রান্সে মধ্যপন্থীরা কী করবে, বামে নাকি ডানে যাবে

কোল স্ট্যাংলার

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে তাড়াহুড়া করে গঠন করা একটি জোটের জন্য ভোটের ফলটিকে বেশ ভালোই বলতে হবে। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত গত রোববারের প্রথম দফার ভোটে বামপন্থীদের জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট প্রায় ৯০ লাখ ভোট পেয়েছে। তারা মারিঁ লো পেনের কট্টর ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএন) পেছনে পড়লেও প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ও তাঁর মিত্রদের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে আছে।

ফলে ৭ জুলাই অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগে ফরাসি ভোটারদের যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা হলো তাঁরা কি মধ্য-বাম ঘরানার কিছু দল নিয়ে গঠিত জোট সরকার চান, নাকি তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাবি কট্টর ডানপন্থীদের হাতে তুলে দিতে চান?

মাখোঁ যে আশায় আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা যে আর হচ্ছে না, সেটি এখন মোটামুটি নিশ্চিত।

মাখোঁ যে ধারণার ওপর নির্ভর করে আগাম নির্বাচন দেওয়ার মতো মহা ঝুঁকিপূর্ণ বাজি ধরেছিলেন, তা হলো, বামপন্থী দলগুলো এক হতে পারবে না। কিন্তু বাম ঘরানার দলগুলো চট করেই সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে।

বাম দলগুলো এমন একটি সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মসূচি ধরে এক হয়েছে, যা মাখোঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচির চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

একই সঙ্গে মারিঁ লো পেনের কট্টর দল আরএনের অভিবাসী হয়রানি ও জাতিভিত্তিক ঘৃণা ছড়ানোর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট মাখোঁর দলের নেতৃত্বাধীন জোট এনসেম্বল অ্যালায়েন্সের চেয়ে বাম দলগুলোর জোট নিজেদের আরও বেশি কার্যকর বলে প্রমাণ করতে পেরেছে।

তবে ফ্রান্সের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে থাকা কট্টর ডানপন্থীদের আধিপত্য গোটা দৃশ্যপট বদলে দিতে পারে। তাদের এই বাড়বাড়ন্ত প্রবণতা বাস্তবসম্মত এবং এটিকে উপেক্ষা করার সুযোগ খুবই কম।

নরম্যান্ডির উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত কট্টরপন্থীদের ঢেউটি ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্রে আছড়ে পড়ছে। এই দৃশ্যপটের সঙ্গে মার্কিন নির্বাচনের মিল পাওয়া যাচ্ছে।

রিপাবলিকান পার্টিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টির পর কাউন্টিতে যেভাবে

প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যাচ্ছে, ফ্রান্সের গ্রামীণ অধ্যুষিত এলাকাতে একইভাবে মারিঁ লো পেনের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

তবে আপনি যদি ফ্রান্সের মানচিত্রের দিকে একটু ঘনিষ্ঠ নজর দিয়ে তাকান, তাহলে দেখবেন, এই ফ্রান্সের মধ্যে আরও একটি 'ফ্রান্স' আছে।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, বাম ঘরানার দলগুলোর জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট প্যারিস, লিয়ন ও টুলুজের মতো যেসব শহরে জয়লাভ করেছে, সেখানে কর্মজীবী শ্রেণির অভিবাসী ও তাঁদের বংশধরদের একটি বড় অংশ রয়েছে।

একটি বৈচিত্র্যময় সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রক্ষায় ফ্রান্স এসব অভিবাসীকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছে, যা ফরাসি নাগরিক হিসেবে তাঁদের পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছে।

গ্রামীণ ফ্রান্সের এই শ্রমিক শ্রেণি এখনো প্রবলভাবে বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকে আছে। এ ছাড়া ফ্রান্সের তরুণেরাও স্পষ্টতই বামপন্থী ধারার হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইপসোস-এর সমীক্ষা অনুসারে, ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী ভোটারদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নিউ পপুলার ফ্রন্টকে ভোট দিয়েছেন।

প্রচারকাজে পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া, জোটের ভেতরের সুস্পষ্ট উত্তেজনা এবং প্রতিপক্ষের জোরালো মাত্রার শত্রুতা সত্ত্বেও লক্ষণীয়ভাবে নিউ পপুলার ফ্রন্ট ভালো ফল করেছে।

২০২২ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডের ফলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, সেবারের তুলনায় বাম জোট তাদের ভোট প্রায় ২ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়িয়েছে।

তবে মাখোঁর নেতৃত্বাধীন জোট কেন ভালো করতে পারেনি, তা নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা নেই।

বেশ কয়েক মাস ধরে এই জোটের ভেতরকার ছোট ছোট দল মাখোঁর অনুসারী উচ্চপদস্থ নেতাদের ভয়ংকর আক্রমণের শিকার হয়েছিল। বামপন্থী জোটকেও তাঁরা সমানে আক্রমণ করেছেন।

আক্রমণকারীদের মধ্যে স্বয়ং মাখোঁও ছিলেন।

নাগরিকদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা সহজ করার জন্য নিউ পপুলার ফ্রন্টের দিক থেকে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাবকে মাখোঁ খুব উৎকটভাবে উপহাস করেছিল। তিনি বামপন্থীদের এই প্রস্তাবটিকে 'অভিবাসনবাদী' বলেও আখ্যায়িত করেছিলেন। এটি চরম ডানপন্থী মারিঁ লো পেনের ব্যবহৃত একটি বিশেষণ, যা ফরাসি অভিধানে নেই।

মাখোঁ বামপন্থী জোটকে চরম ডানপন্থী দল আরএনের কাতারে নিয়ে এসে তাদের সমালোচনা করেছেন এবং তাদের ভোট দিতে দেশবাসীকে বারণ করেছেন।

ইতিমধ্যে অজনপ্রিয় হয়ে পড়া মাখোঁর মুখে এসব কথাবার্তা শুনে মধ্যপন্থী ভোটাররা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এটিও মধ্যপন্থীদের বাম জোটকে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছে।

শেষ কথা, ফ্রান্স এর আগেও একাধিকবার লো পেনের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য বামপন্থী দলগুলো ও ভোটারদের সহায়তা পেয়েছে। সেই একই ধরনের হুমকি আবার দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সব গণতন্ত্রকামীকে এক হয়ে লড়তে হবে।

কোল স্ট্যাংলার মার্সেইভিত্তিক একজন সাংবাদিক এবং প্যারিস ইজ নট ডেড ইয়েট বইয়ের লেখক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

উচ্ছেদ হওয়া ফুটপাত ব্যবসায়ীদের ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পৌরসভা এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে অবৈধভাবে নির্মাণ সহ ফুটপাত দখল মুক্ত করতে নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভার পাশাপাশি বীরভূম জেলার পৌরসভাগুলিও ফুটপাত দখল মুক্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসভার পাশাপাশি ব্লক স্তরেও ফুটপাত দখল মুক্ত করার জন্য মাইকিং সহ প্রচার অভিযান শুরু করেন বলে খবর।উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে বাধা বিপত্তি, পক্ষে বিপক্ষে সম্মুখসমরে ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে জেলার পৌরসভা এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে।সেই ঘটনার জের এখনও অব্যাহত।অনুরূপ বৃহস্পতিবার রামপুরহাট পৌরসভা এলাকার ফুটপাত ব্যবসায়ীরা তাদের পুনর্বাসন এবং আসন্ন পুজোর মরশুম পর্যন্ত আপাতত ব্যবসা করার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়ে ছিলেন রামপুরহাট পৌরপতির কাছে।তাদের দাবি আগামী দূর্গা পূজা পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক তাছাড়া পুনর্বাসনের খুব দ্রুত ব্যবস্থা করা হোক তা না হলে ছাতা নিয়ে কোন ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে পারবেন না নচেৎ তাদেরকে ব্যবসা বন্ধই রাখতে হবে।ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সাথে নেতৃত্ব হিসেবে ছিলেন রামপুরহাট পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জীব মল্লিক। তিনি জানান খুব গুরুত্ব সহকারে পৌরপতি তাদের বক্তব্য শুনেছেন। হকারদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছেন। যাহার কপি সাক্ষাৎ করতে আসা ফুটপাত ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিদের দেখানো হয় বলে জানা যায়। উল্লেখ্য ফুটপাত উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের প্যাডে তাদের দাবিপত্র পেশ করেন। দাবি সমূহের মধ্যে ছিল বিকল্প ব্যবস্থা না করে ফুটপাত উচ্ছেদের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা। রেল অথবা রাজ্যের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হওয়া ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। উচ্ছেদ হওয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। সরকারি জায়গা উন্নয়ন মূলক কাজে এক্ষুনি ব্যবহৃত না হলে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা চলবে না।

বাংলা সাহিত্য পত্রিকার ঈদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত রবিবার কলকাতার বানতলা বাজারের কাছে অবস্থিত "গাইডেন্স একাডেমী"তে প্রকাশিত হল বাংলা সাহিত্য পত্রিকার "ঈদ সংখ্যা"। বেপত্রিকা সম্পাদক মোঃ ইসরাইল সেখ এর স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন অধ্যাপক ডঃ এমদাদ হোসেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগণ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ এমদাদ হোসেন, পত্রিকা সম্পাদক মোঃ ইসরাইল সেখ, স্বপন কুমার ধর, কাবেরী সিংহ রায়, বৃন্দাবন ঘোষ, শিব শঙ্কর বকসী, শিলন হাজরা,আসাম হতে আগত পার্থ কৌশিক এবং "গাইডেন্স একাডেমী"র প্রধান শিক্ষিকা বারিরা খাতুন। বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ হতে সকলের হাতে পত্রিকা , মেমেন্টো এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও পত্রিকার পক্ষ হতে এই বছর স্বপন কুমার ধর, কাবেরী সিংহ রায় কে কবি হিসাবে এবং গাইডেন্স একাডেমীর কর্ণধার ইমদাদুল হককে প্রাবন্ধিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পত্রিকা সম্পাদক মোঃ ইসরাইল সেখ জানান যে, বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে তুলে ধরেছেন কবি সাহিত্যিকগণ। তাই সমস্ত কবি সাহিত্যিকদের কথা ভেবে পত্রিকা সম্পাদক বাংলার মূখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান সকল কবি সাহিত্যিকদের জন্য একটা লেখক ভাতার ব্যবস্থা করতে।

চলে গেলেন জল সংরক্ষণের পথিকৃৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: অমিতাভ দে (৬৬), বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর বাড়িতে যেটুকু জল লাগতো বর্ষা স্বাভাবিক হলে তাঁরা তা ধরেই প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতেন। এছাড়াও প্রতিরক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মী খড়ি নদী বাঁচানোর আন্দোলনেও ছিলেন সামনের সারিতে। এইসব কাজের মাধ্যমেই তিনি পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চে'র আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং বুদবুদ বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহ সভাপতি ছিলেন। তাছাড়াও তিনি সাইকেলে অভিযান করতেন। সর্বশেষ ২০১৮ সালে বুদবুদ থেকে কোচবিহার সাইকেলে চড়ে যান ও সুস্থ দেহে সাইকেলেই ফিরে আসেন। সম্প্রতি তাঁর জীবনাবসান হয়।

মানুষের মনে স্থান করে নেওয়ায় পরদিন সকালে তার শেষ যাত্রায় শ'খানেক সমব্যথী মানুষ ও বিজ্ঞান কর্মী অংশ গ্রহণ করেন। পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চে'র পতাকা দিয়ে তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে মাল্যদান করেন রাম প্রনয় গাঙ্গুলী,আশীষ চক্রবর্ত্তী, দেবদুলাল রায়,মলয় মজুমদার ও নন্দ কিশোর সাউ প্রমুখ। এছাড়াও ডিফেন্স কর্মচারী ইউনিয়ন, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক ও অনেক দরদী মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।

আমাদের লড়াই ঘৃণার বিরুদ্ধে, আমরা ইসলামফোবিয়ায় কলঙ্কিত হতে দেব না দেশকে: মাহমুদ মাদানি

জাকির সেখ ● নয়াদিল্লি

আপনজন: সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ব্যবস্থাপনায় দুইদিনব্যাপী নয়াদিল্লির জমিয়তের সদর দফতরে শুরু হয়েছে মজলিশে মুন্তাজিমার অধিবেশন, যাতে সারা দেশ থেকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রায় দুই হাজার সদস্য ও বুদ্ধিজীবী অংশ নিয়েছেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানী। অ্যাসেম্বলির প্রথম অধিবেশনে দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ও ইসলামফোবিয়া এবং ফিলিস্তিনে অত্যাচারী ইজরায়েল কর্তৃক চলমান গণহত্যা মোকাবিলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং রেজুলেশন পাস করা হয়। পরবর্তী অধিবেশনে ইসলামী মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা এবং মুসলিম শিশুদের ওপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া এবং শিরকের কাজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে রেজুলেশন পাস করা হবে। প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানী বলেন, হিংসা ও বিদ্বেষে

দেশ চলবে না। তিনি মব লিঞ্চিং ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে দেশের জন্য ক্ষতিকর আখ্যায়িত করে বলেন, এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের প্রিয় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণকরছে। মাওলানা মাদানী বলেন, সমাজের সকল শ্রেণীর সাথে সংলাপ ও পারস্পরিক সমন্বয়ের প্রচার করা এখন সময়ের প্রয়োজন। তিনি আমাদের মতামতের সাথে একমত হলেও যাতে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়। তিনি বলেন, ঘৃণার সঙ্গে ঘৃণা নয়, ভালোবাসা দিয়েই লড়াই করা যায়। এ উপলক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানী বলেন, কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শুধু চেষ্টাই করছে না, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে মুসলমানদের সন্তানদের ধর্ম ত্যাগের পথে যেতে বাধ্য করছে। আজ আমাদের প্রজন্মের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে তারুণ্যের শক্তি এবং সেই অনুভূতির সাথে তাদের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সহ সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ সালমান বিজনৌরি বলেন যে ফিলিস্তিন সমগ্র মানবতার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের রক্তের হোলি খেলে ইজরায়েলিরা নিজেদেরকে নৃশংসদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। নায়েবে আমিরুল হিন্দ মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী বলেন, শিশুদের ঈমান রক্ষায় মক্তব (ধর্মীয় বিদ্যালয়) এর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বত্র মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এবং এই মক্তবগুলোতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা রয়েছে।)) জীবনের কাজ শেখানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, সরকার শিশুদের এমন কাজ করতে বাধ্য করছে যা ধর্ম, বিশ্বাস এবং তাওহীদ (একেশ্বরবাদ) এর বিশ্বাসের পরিপন্থী। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত আমাদের সন্তানরা যেন সারা জীবন তাওহীদ ও রেসালাতের (নবুওয়াত) বিশ্বাসে অবিচল থাকে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী, দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা আবদুল্লাহ মারুফী, জমিয়তে উলামা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সভাপতি মাওলানা আকিল কাসমী প্রমুখ।

বৈঠকটি পরিচালনা করেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাকিমুদ্দিন কাসমি। তিনি সেক্রেটারি রিপোর্ট পেশ করেন যাতে জমিয়তের গুরুত্বপূর্ণ সেবার কথা বলা হয়েছে।

তিনি তার ভাষণে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, যে জমিয়তের উদ্দেশ্য হল জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা, তাই জনগণকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এর আগে তিনি আগের কর্মকাণ্ডও উপস্থাপন করেন। জানাবে রিসালাতের প্রশংসায় চমৎকার একটি কবিতা পেশ করেন প্রখ্যাত কবি এহসান মহসিন।

সাধারণ মানুষের ভোগান্তি রুখতে সপ্রতিভ উদ্যোগ নিলেন বিধায়ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: কয়েকদিন আগেই ক্যানিং শহরে যানজট ও ফুটপাথ জুড়ে হকারদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছিলেন। কারণ একটাই,সাধারণ মানুষকে যেন সমস্যায় পড়তে না হয়।তিনি ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।বিধায়কের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ক্যানিং শহরে ফুটপাথ দখলমুক্ত হতে শুরু করেছে। এমনকি বিভিন্ন যানবাহন চালকরাও সচেতন হয়েছেন যানজট এড়াতে।এবার বিধায়ক আসরে নামলেন ক্যানিংয়ের অপর এক বৃহত্তম বাজার ।নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের অধিনস্ত সাতমুখী বাজারে। প্রতিদিনই হাজার হাজার ধান ব্যবসায়ী,গোরু ব্যবসায়ী সহ অন্যান্য ব্যবসায় যুক্ত ব্যবসায়ীর ব্যবসা করেন।বর্তমানে বাজারের আয়তনের বহর বেড়েছে কয়েক গুণ। এছাড়াও এই সাতমুখী বাজার সংলগ্ন এলাকায় মাতলা নদীর তীরে রয়েছে ডাবু পর্যটন কেন্দ্র।শীতের মরশুমে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ে। এছাড়াও সাতমুখী বাজারের সাত টি পথ রয়েছে। যে পথে প্রতিদিনই হাজার হাজার বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। এহেন সাতমুখী বাজারের ফুটপাথ এবং যাত্রী প্রতিক্ষালয় জবর দখল করে ব্যবসা করছিলেন বেশকিছু ব্যবসায়ী।

ফলে যাতায়াতের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়।সাধারন মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। এছাড়াও যানজটের কারণে নিত্যদিন ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট দাঁড়ি থাকতে হত অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহন এবং স্কুল কলেজের ছাত্রী ছাত্রীদের কে।সাতমুখী বাজারে রয়েছে একটি ব্রীজ। সেই ব্রীজের দুপারের ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন বেশকিছু ব্যবসায়ী। ফলে পায়ে হেঁটে চলাচল করাও দুঃসহ ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনটাই চলছিল দীর্ঘ প্রায় একদশকের ও বেশি সময় ধরে।সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে বুধবার সকালে আসরে অবতীর্ণ হলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। রীতিমতো মাইকিং করে সাধারণ ফুটপাথ দখলকারী ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন যানবাহন চালকদের উদ্দেশ্যে সচেতন করেন।পাশাপাশি স্বইচ্ছায় ফুটপাথ মুক্ত করার আহ্বান জানান। কাজ না হলে প্রশাসন কে দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে জানানো হয়। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য বিধায়কের এমন কর্মযজ্ঞকে প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষজন ও ব্যবসায়ীরা। এমন উদ্যোগ প্রসঙ্গে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'সাধারণ মানুষ আমাকে বিধায়ক মনোনীত করে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন তাঁদের সুখ দুঃখের সাথী হওয়ার জন্য।একজনের সুবিধার জন্য অসংখ্য সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়বেন,সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।তাতে করে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত। জনগণই আমাদের ত্রাতা এবং আশীর্বাদ ফলে জনগণের জন্য কাজ করবো।'

দক্ষিণ বারাসতে গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরে সোনার দোকানের চুরির ২৪ ঘন্টার মধ্যে দক্ষিন বারাশতের এক গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগর থানা এলাকায়।জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতে এবার দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গেল । বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে তান্ডব চালালো একদল দুষ্কৃতী। চুরি করে নিয়ে যায় সোনার গহনা সহ মূল্যবান জিনিসপত্র।জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বারাশত রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা রেনুকা মন্ডল। বয়স ৭৬ বছর, ১৭ বছর আগে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। সপ্তাহ খানেক আগে তিনি বাড়িতে তালা চাবি লাগিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়িতে ফিরে দেখেন বাড়িতে ঢোকার মূল দরজা থেকে সমস্ত দরজা-জানলা খোলা। অল্পক্ষণই তিনি বুঝতে পারেন কেউ বা কারা তাঁর বাড়িতে ঢুকেছিল। এরপর তিনি একতলা ও দোতলার ঘরে ঢুকে দেখেন দুটি ঘরেরই আলমারির পাল্লা খোলা,তছনছ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র। দরকারি কাগজপত্র ফাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। লুট হয়ে গেছে সোনা দানা থেকে শুরু করে টাকা পয়সা

সব কিছুই।বাড়িতে এসেই জিনিসপত্র ওলটপালট দেখে নাতিকে ফোন করেন তিনি, খবর পেয়েই ছুটে আসেন রেনুকা দেবীর নাতি সৌম্যদীপ মন্ডল। দিদার কাছ থেকে সবকিছু শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।আর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আছে জয়নগর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান জানালার রড কেটে বাড়ির মধ্যে ঢোকে দুষ্কৃতিরা। তারপরই দরজা খুলে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়।এদিনই বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের কাজ শুরু করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিকরা।তবে জয়নগর থানা এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে চলায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৃষ্টিতে জলমগ্ন পুরনো মালদার বহু এলাকা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল পুরাতন মালদা পৌরসভার একাধিক এলাকা। বিশেষ করে বৃষ্টির জল জমে চরম দুর্ভোগময় পরিস্থিতি তৈরি হল পুরাতন মালদা পৌরসভার ১৩ এবং ১৪নং ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি ঘোষপাড়া, খইহাট্টা, কর্মকারপাড়া এলাকায়। যা নিয়ে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্থানীয়রা। এদিকে বৃষ্টিতে জল জমে দুর্ভোগময় পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার খবর পেয়েই ওই এলাকায় ছুটে গেলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। তিনি গোটা এলাকার পরিস্থিতি সরজমিনে ঘুরে দেখে আপাতত পাম্প চালিয়ে জল নিষ্কাশন করার আশ্বাস দিলেন তিনি। এছাড়াও জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বর্ষার পরে হাইড্রেন তৈরির আশ্বাসবাণী শোনালেন এলাকাবাসীকে।

শিয়ালদহ থেকে এন্টালি ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এসইউসিআইয়ের মহিলা সংগঠন এআইডিওয়াইএ এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে একটি ধিক্কার মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করা শিয়ালদহ বিগবাজার হইতে এন্টালি মার্কেট পর্যন্ত। এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইএ-র নেত্রী বৃন্দ এবং কর্মী সমর্থকেরা। এই ধিক্কার মিছিলের মূল বিষয় ছিল রাজ্যে নারী সুরক্ষার অভাব। এআইডিওয়াইএ নেত্রী জাহানারা খান ও কনিনীকা বোস বলেন, চোপড়ার ফুলবাড়ী সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অমানবিক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী করা হয় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তার বলেন, মহিলাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে সারা দেশে। এছাড়া মণিপুরে মহিলাদের ওপর আক্রমণ দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগীর দেশের মেয়েদের উপর বিজেপি নেতার শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই ধিক্কার মিছিল বলে তারা জানান।

স্নাতকস্তরে গণহারে ফেল নিয়ে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদাতে স্নাতকস্তরে গণহারে পরীক্ষার্থীদের ফেল করার ঘটনায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের গৌড় কলেজে সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। এরপরই গৌড় কলেজের অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবির বিষয়ে একটি ডেপুটেশনে দেওয়া হয়। পুরাতন মালদা শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বৈদ্য ঘোষ বলেন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্ত এবারের স্নাতকস্তরের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষায় মাত্র তিন শতাংশ পরীক্ষার্থীরা পাস করেছে। এর জন্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাফিলতি রয়েছে।

বোলপুরে বুলডোজার হানা চলছেই

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মেঘলা আকাশ টিপটাপ করে বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু বোলপুর পৌরসভার বুলডোজার অভিযান থেমে নেই আজ সপ্তম দিন বোলপুর শ্রীনিকেতন রোডে জামমুনি বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকট রাস্তার উপরে অবৈধ নির্মাণ কাজ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে। বোলপুর পৌরসভা বারবার জানিয়ে দিচ্ছেন যে ড্রেনের ওপরে কংক্রিট কিছু করা যাবে না। কারণ ড্রেনগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা রাখা একান্ত জরুরী। এই কাজে সকলকে সহযোগিতার করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে বোলপুর পৌরসভা থেকে। এই বুলডোজার অভিযানে বোলপুর পৌরসভার কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়ায় শূকরের কামড়ে মৃত্যু এক বৃদ্ধার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শূকরের কামড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধার। মৃতার নাম করুণা কর্মকার (৮৪)। বাঁকুড়া পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাজার এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িতে একাই থাকতেন 'অসুস্থ' বৃদ্ধা করুণা কর্মকার। মূলতঃ পাড়ার লোকেরাই তাঁকে দেখাশোনা করলেও তাঁর ছেলে ও মেয়ে এসে মাঝে মধ্যে দেখে যেতেন। কিন্তু 'অসুস্থ' ওই বৃদ্ধার 'শূকরের কামড়েই মৃত্যু হয়েছে' বলে স্থানীয়দের তরফে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর অভিজিৎ দত্ত-ও বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই এলাকা 'শূকরের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। লালবাজারের প্রতিটা গলিতেই শূকরের অবাধ বিচরণ। তাই এই ঘটনা ঘটল।

নারী পাচার রোধে খাজুট্টি মাদ্রাসায় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার বাগনান থানার উদ্যগে এবং বাগনান থানার অন্তর্গত খাজুট্টি হাই মাদ্রাসায় হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ প্রশাসনের তত্বধানে একটি সচেতনা নারী পাচার রোধে একটি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার গ্রামবাসীকে শিশু নারী সুরক্ষা বাল্যবিবাহ এবং সাইবার প্রতারণা থেকে কিভাবে এই চ্যালেঞ্জ কে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকার যে বিবিধ বিশেষ হতে নারী এবং শিশুদের সুরক্ষা এবং বিকাশের জন্য যে যে প্রকল্প করেছেন সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগনান থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক ত্রিগুণা রায়,পুলিশ আধিকারিক প্রণব সাহা সহ সাইবার ক্রাইম থানার অনান্য পুলিশ আধিকারিকগণ।

সোনাঝুরিতে রিসর্টকে নোটিশ বনদফতরের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটে ছটি বাড়ি ও দুটি রিসর্টকে নোটিশ করল বনদপ্তর। বনদপ্তরের এর অনুমান ওই ছটি বাড়ি এবং দুটি রিসোর্ট বনদপ্তরের জায়গায় রয়েছে, এবং তাদের কাছে কাগজপত্র চেয়ে পাঠানো হয়েছে যদি তারা কাগজপত্র দেখাতে পারে সেক্ষেত্রে বনদপ্তর কঠোর ব্যবস্থা নেবে না। কিন্তু যদি কোন কাগজপত্র না থাকে সেক্ষেত্রে বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছে বনদপ্তর।

পাশাপাশি আজ সেই কথা মতো বনদপ্তরের কার্যালয়ে দেখা করতে এলেন কাগজপত্র নিয়ে বাড়ির মালিক ও রিসোর্টের মালিকেরা। পাশাপাশি সোনাঝুরি হাট কর্তৃপক্ষকেও নোটিশ করা হতে পারে বলে জানালেন বনদপ্তরের রেঞ্জার জ্যোতিষ বর্মন।সেক্ষেত্রে সোনাঝুরি হাট তুলে নেওয়া হতে পারে কারণ হাটের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে যে বনদপ্তরে জায়গাতেই তারা হাট নিয়ে বসে রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে তুলে দেওয়া হলে তারা তাদের পুনর্বাসন দাবি করেন ।

প্রসঙ্গত বনদপ্তর ছাড়াও সোনাঝুরি শান্তিনিকেতন এলাকায় বেশ কিছু

বাড়ি এবং রিসর্টকেও নোটিশ করেছে বোলপুর পৌরসভা তারা যেন তাদের কাগজপত্র নিয়ে দেখা করেন পৌর দপ্তরে না হলে বৃহত্তর পদক্ষেপের কথাও জানিয়েছে বোলপুর পৌরসভা। বনদপ্তরে আধিকারিক সঙ্গে দেখা করার পর বাড়ির মালিক ও রিসোর্টের মালিকরা জানান আইন আইনের কাজ করবে যদি জমি বনদপ্তর হয় তাহলে আমরা ছেড়ে দেব আর যদি বনদপ্তরের না হয় তাহলে আমরা দুই পক্ষ থেকেই সমস্যার সমাধান করা হবে এমনটাই জানাচ্ছেন তারা। পাশাপাশি বনদপ্তরের আধিকারিক বর্মন জানান যাদেরকে নোটিশ করা হয়েছিল তারা বাড়ির এবং রিসেটের কাগজপত্র জমা দিয়ে গেছে আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখছি কাগজপত্র বৈধ না অবৈধ।

ইউরো ২০২৪

রোনাল্ডোদের ম্যাচে সমর্থককে ঘুষি ও লাথি নিরাপত্তাকর্মীদের, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: ইউরোয় গত মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ম্যাচে স্লোভেনিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে পর্তুগাল। এ ম্যাচে মাঠের বাইরের একটি ভিডিও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, এক সমর্থককে ঘুষি ও লাথি মারছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের ভাল্ডস্টাডিয়নে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে স্টেডিয়ামের ভেতরের একটি ফুটেজ মঙ্গলবার পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়।
ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হলুদ ও কমলা রঙের ভেস্ট পরা কিছু স্টাফ দুজন ব্যক্তিকে টানেলে আটকে রেখেছেন। এই টানেল দিয়েই মাঠে ঢুকতে হয়। সেসব ব্যক্তির ভেস্টের পেছনে লেখা 'স্টুয়ার্ড'—অর্থাৎ ইউরো আয়োজনে ম্যাচ ও স্টেডিয়াম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে থাকা কর্মী তাঁরা। তবে টেলিগ্রাফ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্টুয়ার্ডরা নিরাপত্তাকর্মী।
ভিডিওতে দেখা গেছে, স্টুয়ার্ডরা এক ব্যক্তিকে টানেলের মেঝেতে উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছেন। মেঝের সঙ্গে সেঁটে ছিল সেই ব্যক্তির মুখ। অন্য ব্যক্তিকে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন দুজন স্টুয়ার্ড। আরেকজন স্টুয়ার্ড সেই ব্যক্তির মাথায় তিনটি ঘুষি মারেন। লোকটিকে মারতে মারতে মেঝেতে ফেলা হয়। এরপর উপর্যপুরি লাথি মারেন কয়েকজন স্টুয়ার্ড।
ঘটনা কী নিয়ে—এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক ব্যক্তি জানতে চাওয়ার পর ফ্রাঙ্কফুর্ট পুলিশ এক পোস্টে জানিয়েছে, 'এটি আমাদের নজরে এসেছে এবং তদন্ত করা হচ্ছে।' উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পর্তুগাল-স্লোভেনিয়া ম্যাচে এক ভক্তের সঙ্গে স্টুয়ার্ডদের ঘটনাটা আমাদের নজরে পড়েছে। যেকোনো সহিংসতামূলক আচরণের নিন্দা জানাই আমরা। পুলিশ এখন এ ঘটনার তদন্ত করছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ নিয়ে মন্তব্য করার মতো অবস্থানে নেই উয়েফা।'
ইউরোপের বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠীকে একসূত্রে গাঁথা 'ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ' গোষ্ঠী উয়েফার সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করে। এই গোষ্ঠীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দোষী ব্যক্তি যে-ই হোক, স্টেডিয়ামে তার ঠাঁই নেই এবং কৃতকর্মের শাস্তি পেতে হবে।'
ইংলিশ ফুটবল পুলিশিং ইউনিটের মতো পর্তুগালেও রয়েছে পাবলিক সিকিউরিটি পুলিশ। এই সংস্থা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এবং দেশ ও দেশের বাইরের সমর্থকদের সঙ্গে কাজ করে। তাদের বিবৃতিতে দাবি করা হয়, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, স্টুয়ার্ডরা যে দুজন ব্যক্তিকে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দিয়েছেন, তারা পর্তুগিজ নাগরিক কি না, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
পাবলিক সিকিউরিটি পুলিশের (পিএসপি) বিবৃতিতে বলা হয়, 'একদল স্টুয়ার্ড ও দুজন সমর্থকের মধ্যে একটি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা (দুই ব্যক্তি) পর্তুগালের সমর্থক।

মালদার নুর আমান বেঙ্গল টেবিল টেনিস সংগঠনের সহসভাপতি হলেন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন মালদা শহরের যুবক নুর আমান। গত ২৯ তারিখে কলকাতার রোটারি সদনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় নবনির্বাচিত কমিটি। উত্তরবঙ্গের মোট ১১ জন এই কমিটির অফিসবিয়ারার নির্বাচনে মনোনয়ন পেশ করেছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা কোন মনোনয়ন পেশ না করায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয় লাভ করে এই কমিটির পদাধিকারীরা। এই কমিটির সভাপতি পদে আসিন হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম মালদা জেলার কোন ব্যক্তি টেবিল টেনিস প্রশাসনের শীর্ষে আসীন হলেন। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারী তিনজন সহসভাপতির মধ্যে নুর আমান অন্যতম। সোমবার সকালে নুর আমান মালদায় উত্তর পিরোজপুরের বাড়িতে ফিরে আসেন। মালদা মুসলিম ইনস্টিটিউটের সভাগৃহে শুভানুধ্যায়ীরা তাকে সংবর্ধনা দেন। মুসলিম ইনস্টিটিউটের সম্পাদক ববি আহম্মদ, খেলা বিভাগের সম্পাদক মহ: ফিরোজ আখতার সহ মুসলিম ইনস্টিটিউট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের খেলওয়ার ও অভিভাবকেরা ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় সহযোগে মিষ্টিমুখ করান নুর আমানকে।
মালদা শহরের রাজমহল রোড এলাকার উত্তর পিরোজপুরে নুর আমানের বাড়ি। ছোটবেলায় দাদা নুর ইমরানের হাত ধরে টেবিল টেনিসে প্রবেশ। পরবর্তীতে জেলা টেবিল টেনিস প্রশাসনের কাজ সামলানোর পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক আম্পায়ার হিসেবেও যোগ্যতা অর্জন করেন তিনি। ইতিমধ্যেই হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, তিরুবন্তমপুরম ন্যাশনাল টেবিল টেনিসে আম্পায়ারিং করে এসেছেন। ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে আম্পায়ারিং করার জন্য ইটালিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন আমান।

রোহিতদের নেওয়ার আগেই জনসমুদ্রে থমকে ছাদখোলা বাস

আপনজন ডেস্ক: দেশে ফেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারত দল ছাদখোলা বাসে মুম্বাই শহরের একটি অংশ প্রদক্ষিণ করবে- পরিকল্পনা ছিল এমন। তবে সময়মতো সেটি শুরু হওয়া নিয়েই দেখা দিয়েছে সংশয়। ভারত দলকে বহন করবে যে ছাদখোলা বাস, সেটিই যে আটকা পড়েছিল মুম্বাইয়ের জনসমুদ্রে!
গত শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে হারিয়ে ২০০৭ সালের পর প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারত। ২০১৩ সালের পর যেটি তাদের প্রথম আইসিসির বৈশ্বিক ট্রফি। ২০১১ সালে দেশের মাটিতে ওয়ানডেতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এটি ভারতের প্রথম বিশ্বকাপও। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই দেশে ফেরা হয়নি তাদের, বার্বাডোজে ঘূর্ণিঝড়ে আটকা পড়েছিলেন দলের সদস্যরা। ব্রিজটাউনের বিমানবন্দর খুলে দেওয়ার পর বিশেষ ভাড়া করা বিমানে ভারত যান রোহিত শর্মারা। দিল্লিতে এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যান তাঁরা। সেখান থেকে ভারত দল যায় মুম্বাইয়ে।
মেরিন ড্রাইভে ছাদখোলা বাসে তাদের ঘোরার কথা ছিল। এ জন্য বিশেষ একটি বাস মুম্বাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গুজরাট থেকে। তবে ভারত খেলোয়াড়দের তোলার আগেই যানজটে আটকা পড়ে সে বাসটি। বৃষ্টি ও বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে অপেক্ষা করছেন অনেক মানুষ।
এদিকে দিল্লি থেকে মুম্বাই পৌঁছে বিশেষ সংবর্ধনা পেয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যরা। বিশেষ জলীয় স্যালুট দেওয়া হয়েছে তাঁদের বহনকারী উড়োজাহাজকে। উড়োজাহাজ ট্র্যাকিংয়ের ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার ২৪ জানিয়েছে, সর্বশেষ ১৫ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ট্র্যাক করা হয়েছে ভারত দলকে বহনকারী ফ্লাইটটিকে।
ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সমর্থকদের জন্য। সেখানেও ভারত দলকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার কথা আছে। এরই মধ্যে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে সমর্থকদের উপস্থিতিতে।

৫৯৩ রানের লক্ষ্যে ম্যাচ টাই, হল না বিশ্ব রেকর্ডও

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের শেষ বলে জিততে দরকার ১ রান, হাতে ১ উইকেট। ব্যাটসম্যান জেমি ম্যাকইলরয় রানটা নিতে পারলেই হয়ে যেতেন ইতিহাসের অংশ। প্রথম শ্রেণি তো বটেই, স্বীকৃত ক্রিকেট ইতিহাসেই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের বিশ্ব রেকর্ড গড়ত তাঁর দল গ্ল্যামরগন। গ্লস্টারশায়ার পেসার অজিত সিং ডেলের শেষ বলে ম্যাকইলরয় ব্যাটে লাগালেন ঠিকই। কিন্তু তা কানায় লেগে জমা পড়ল উইকেটকিপার জেমস ব্রেসির গ্লাভসে। এক হাতে নেওয়া ক্যাচটি নিতেই ব্রেসির সে কী দৌড়! থামলেন একদম সীমানার কাছাকাছি গিয়ে। ফল—ম্যাচ টাই!
অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে চেলটেনহামের কলেজ গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে। যেখানে গ্ল্যামরগনের গৌরবোজ্জ্বল আর গ্লস্টারশায়ারের বিব্রতকর রেকর্ড গড়ার কথা, সেখানে দুই দল মিলে গড়ল সর্বোচ্চ রানে টাই হওয়া ম্যাচের কীর্তি। টাই হওয়া ম্যাচটিতে মোট ১৫৭৮ রান উঠেছে।
গ্ল্যামরগনকে ৫৯৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল গ্লস্টারশায়ার। ম্যাচের শেষ বলে গ্ল্যামরগন অলআউট হয় ৫৯২ রানে। ম্যাকইলরয় রান নিতে পারলেই ১৪ বছর আগে হওয়া বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে যেত। স্বীকৃত ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা ভারতের পশ্চিমাঞ্চল দলের। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুলীপ ট্রফির ম্যাচে পশ্চিমাঞ্চলকে ৫৩৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল সম্প্রতি অবসরে যাওয়া দিনেশ কার্তিকের দক্ষিণাঞ্চল। ভারতের সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে জেতা ইউসুফ পাঠানের অপরাজিত ডাবল সেঞ্চুরিতে লক্ষ্যটা ৩ উইকেট হাতে রেখে টপকে যায় পশ্চিমাঞ্চল।
ঘরের মাঠ চেলটেনহামের কলেজ গ্রাউন্ডে গত রোববার টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল গ্লস্টারশায়ার। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে খেলা হয় মাত্র ৪৫.১ ওভার। সেদিন গ্লস্টারশায়ার ৭ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৩৩ রান। সোমবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিন বেশি দূর এগোতে পারেনি স্বাগতিকেরা। নেদারল্যান্ডসের পেসার টিম ফন ডার গুগটেনের ৫ উইকেটে ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরের ক্লাবটি।
নিজেদের প্রথম ইনিংসে গ্ল্যামরগনও খুব একটা ভালো করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার পেসার বিউ ওয়েবস্টার ও দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘদেহী ফাস্ট বোলার মার্চেন্ট ডি ল্যাঙ্গার দুর্দান্ত বোলিংয়ে অলআউট হয় ১৯৭ রানে; লিড পায় ১৮ রানের।
তবে দ্বিতীয় ইনিংসে দুই দলই অসাধারণ ব্যাটিং করে। ম্যাচের শেষ বলে ক্যাচ নেওয়া উইকেটকিপার ব্রেসির অপরাজিত ডাবল সেঞ্চুরি ও স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে নিষেধাজ্ঞা কাটানো অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ক্যামেরন ব্যানক্রফটের ১৮৪ রানের সুবাদে গত মঙ্গলবার ৫ উইকেটে ৬১০ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে গ্লস্টারশায়ার। জয়ের জন্য গ্ল্যামরগনের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৫৯৩ রান। ওয়েলসের ক্লাবটি গত পরশু ম্যাচের তৃতীয় দিনেই ৩ উইকেট হারিয়ে ২২২ রান তুলে ফেলে। গতকাল শেষ দিনে জয়ের জন্য গ্ল্যামরগনের দরকার ছিল ৩৭১ রান, স্বাগতিক গ্লস্টারশায়ারের প্রয়োজন ছিল ৭ উইকেট। আগের দিনের অপরাজিত দুই ব্যাটসম্যান অধিনায়ক স্যাম নর্থইস্ট ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী তারকা মারনাস লাবুশেন বেশ চড়াও হয়ে খেলতে থাকেন। দুজনই পেয়ে যান সেঞ্চুরির দেখা।
একপর্যায়ে ৬ উইকেটে ৫০৯ রান করে ফেলেছিল গ্ল্যামরগন। এর কিছুক্ষণ আগে ১২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ডও ভাঙে দলটি। ৫০৮ রানে পৌঁছাতেই ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম শ্রেণির কোনো ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ রান তোলার কীর্তি গড়ে গ্ল্যামরগন। আগের সর্বোচ্চ ৫০৭ রান ছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের, লর্ডসে ১৮৯৬ সালে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) বিপক্ষে।
গ্ল্যামরগন রেকর্ডটি ভাঙার পরপরই ম্যাচটা পেন্ডুলামের মতো দুলতে শুরু করে। অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে অধিনায়ক নর্থইস্ট আউট হলে ম্যাচে ফেরে গ্লস্টারশায়ার। ৫৬১ রানে নবম উইকেট পড়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল ম্যাচ স্বাগতিকদের হাতে মুঠোয়। কারণ, হাতে মাত্র ১ উইকেট নিয়ে আরও ৩২ রান করতে হতো গ্ল্যামরগনকে।
এখান থেকেই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন ইংল্যান্ডের হয়ে একটি টেস্ট ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলা ম্যাসন ক্রেন। শেষ ব্যাটসম্যান ম্যাকইলরয়কে বুঝেশুনে স্ট্রাইকে পাঠিয়ে এগোতে থাকেন ক্রেন। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৩২ রানের মধ্যে ক্রেনই করেন ২৬। ম্যাচের শেষ ওভারে গ্ল্যামরগনের দরকার ছিল মাত্র ২ রান। বোলিংয়ে আসেন অজিত সিং ডেল। স্ট্রাইকে ক্রেনই ছিলেন। প্রথম চার বলের অন্তত দুটিতে রান নেওয়ার সুযোগ থাকলেও ক্রেন নেননি। মানে, টানা চার ডট। পঞ্চম বলে সিঙ্গেল নিয়ে ক্রেন স্ট্রাইক দেন ম্যাকইলরয়কে। শেষ বলে ব্রেসির অসাধারণ ক্যাচে পরিণত হওয়ায় সমীকরণটা আর মেলানো হয়নি ম্যাকইলরয়ের। অল্পের জন্য হয়নি সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের বিশ্ব রেকর্ডও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
গ্লস্টারশায়ার: ১৭৯ ও ৬১০/৫ (ডি.)
(ব্রেসি ২০৪*, ব্যানক্রফট ১৮৪, হ্যামন্ড ১২১; ফন ডার গুগটেন ২/৯৮)।
গ্ল্যামরগন: ১৯৭ ও ৫৯২
(নর্থইস্ট ১৮৭, লাবুশেন ১১৯, রুট ৪৬, ক্রেন ৪৩*; টেলর ৩/১২০, ডেল ৩/১২৪)।
ফল: ম্যাচ টাই।

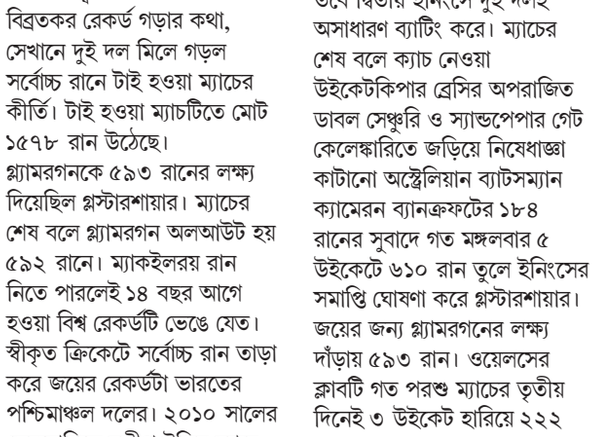

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে চাকরিটা টিকেই গেল এরিক টেন হাগের। ৫৪ বছর বয়সী এই ডাচ কোচের সঙ্গে ২০২৬ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে ইউনাইটেড। আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চুক্তি নবায়নের খবর নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড। টেন হাগ ২০২২ সালে তিন বছরের চুক্তিতে ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছিলেন।

দুয়ো শোনা সেই ওয়াংখেড়েতেই এখন পান্ডিয়ার নামে স্লোগান

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসের শেষ বলের পর ভারতের সব ফিল্ডার যখন বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে ছোটাছুটি করছিলেন, তখন হার্দিক পান্ডিয়া জায়গা থেকে না নড়ে আস্তে করে মাটিতে বসে পড়েন। ভারত জিতেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, কিন্তু দলের অন্যদের তুলনায় পান্ডিয়ার অনুভূতিটা যেন আলাদা। কতটা আলাদা স্পষ্ট হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। অঝোর ধারায় চোখ বেয়ে জল ঝরছে পান্ডিয়ার। যে কান্না চাইলেই থামিয়ে দেওয়া যায় না।
গত ২৯ জুন বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে বিশ্বকাপ ফাইনালের শিরোপানির্ধারণী মুহূর্তের ওই ঘটনাতেই বোঝা গিয়েছিল, হৃদয়ের কতটা যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছিলেন পান্ডিয়া। যে যন্ত্রণার উৎস আইপিএল, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এবং ওয়াংখেড়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে শেষ হয়েছিল যে আইপিএল, সেখানে রীতিমতো 'খলনায়ক' হয়ে উঠেছিলেন পান্ডিয়া। অন্য মাঠে তো বটেই, মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়েতেই দুয়ো শুনতে হয়েছে লাগাতার। দুই মাসের ব্যবধানে সেই ওয়াংখেড়েতেই এখন ভিন্ন চিত্র। পান্ডিয়া মাঠে আসার আগেই ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে চলছে 'হার্দিক, হার্দিক' স্লোগান। দুয়ো দেওয়া ঠিক ছিল না জানিয়ে কেউ কেউ চাইছেন ক্ষমাও।
২০২৩ সালে গুজরাট টাইটানসে খেলা পান্ডিয়া এ বছর মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যোগ দেন। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে পেয়ে যান অধিনায়কত্বও। যদিও মুম্বাইকে পাঁচবার ট্রফি জেতানো অধিনায়ক রোহিত শর্মা আছেন দলেই। মুহূর্তেই মুম্বাই সমর্থকদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন পান্ডিয়া। মুম্বাইয়ের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পাতায় অনুসারী কমে যায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। এরপর পান্ডিয়া মাঠে নামতেই শুরু হয় গ্যালারি থেকে দুয়ো। মুম্বাইয়ের টানা হারে দুয়োর পরিমাণও বাড়তে থাকে।
শেষ পর্যন্ত পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন মুম্বাই আইপিএল শেষ করে দশ দলের মধ্যে সবার নিচে থেকে। পান্ডিয়ার নিজের ফর্ম ভালো না থাকায় তাঁকে বিশ্বকাপ দলে না রাখার দাবিও তোলেন অনেকে। সেই পান্ডিয়াই যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে হয়ে ওঠেন ভারতের বড় ভরসার নাম। ব্যাট হাতে ১১৪ রানের পাশাপাশি বল হাতে নেন ১১ উইকেট, যার মধ্যে ছিল ফাইনালে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ২০ রানে ৩ উইকেট। এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে অলরাউন্ডারদের শীর্ষে উঠে আসে পান্ডিয়ার নাম, র‍্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাসে ভারতের কারও জন্য যা এই প্রথম।
আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দল বার্বাডোজ থেকে দেশে ফিরেছে। মুম্বাইয়ে আয়োজন করা হয়েছে ছাদখোলা বাসে প্যারেড ও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সংবর্ধনার। বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের বরণ করে নিতে নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই ওয়াংখেড়ের ভেতরে ও বাইরে হাজার হাজার মানুষ হাজির হয়েছেন। সেখানেই জড়ো হওয়া দর্শক-সমর্থকদের অনেকে হার্দিক পান্ডিয়ার নামে স্লোগান ধরেছেন। কেউ কেউ আগের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্তও। মুম্বাইয়ের সুপরিচিত মেরিন ড্রাইভে দাঁড়িয়ে এক তরুণী ইন্ডিয়া টুডেকে বলেন, 'সব কথার আগে আমি হার্দিক পান্ডিয়াকে "সরি" বলতে চাই। আমি জানি না, কেন তাঁকে ট্রল করেছিলাম। আমি খুবই দুঃখিত। তোমাকে ধন্যবাদ। (বিশ্বকাপ ফাইনালে) তোমার শেষ ওভারটা দুর্দান্ত ছিল। আমি আবারও সরি বলতে চাই। কেন তোমার সঙ্গে ভুলভাল বলেছিলাম, আমি জানি না।'
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গ্যালারিতে থাকা বেশ কিছু দর্শক 'হার্দিক, হার্দিক' বলে চিৎকার করছেন। মজার বিষয়, এই দর্শকেরা হার্দিক-বন্দনায় এমন সময়ে, যখন মাঠের ভেতরে কেউ নেই। পান্ডিয়া বা তাঁর দল তখনো মাঠে এসে পৌঁছায়নি। অথচ মাস দুয়েক আগে এখানেই পান্ডিয়া মাঠে নামলেই বা বড় পর্দায় তাঁর ছবি ভেসে উঠলেই দুয়ো দিতেন এখানকার অনেকেই!

কোপা আমেরিকা

ফাইনাল ছাড়া কোনো ম্যাচেই থাকছে না অতিরিক্ত সময়

আপনজন ডেস্ক: গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে কোপা আমেরিকা এখন রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার ফাইনাল উপহার দেওয়ার অপেক্ষায়। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি ইকুয়েডর। সেমিফাইনালে ওঠার পরের দুটি লড়াই ভেনেজুয়েলা-কানাডা ও কলম্বিয়া-পানামার মধ্যে। আর যে কোয়ার্টার ফাইনালকে এখন পর্যন্ত এবারের আসরের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মনে করা হচ্ছে, সেটিতে মুখোমুখি ব্রাজিল-উরুগুয়ে। সাধারণত বড় টুর্নামেন্টগুলোর নকআউট পর্বের ম্যাচ নির্ধারিত সময় শেষে সমতায় থাকলে অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়। তবে কোপা আমেরিকা তার পুরোনো নিয়ম এবারও ধরে রাখছে। ১৫ জুলাইয়ের ফাইনাল ছাড়া নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচেই অতিরিক্ত সময় থাকছে না। কোপা আমেরিকা ২০২৪-এর রেগুলেশনসে বলা হয়েছে, ফাইনালে ৯০ মিনিট শেষে যদি স্কোর সমান থাকে, তাহলে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে। অতিরিক্ত সময় হবে ৩০ মিনিট এবং দুই অর্ধে ১৫ মিনিট করে খেলা হবে। এরপরও সমতা থাকলে পেনাল্টি শুটআউটে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। তবে নকআউট পর্বের অন্য ম্যাচগুলোতে (কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী) কোনো অতিরিক্ত সময় থাকবে না। ৯০ মিনিট শেষে সমতা থাকলেই ম্যাচ পেনাল্টি শুটআউটে চলে যাবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**